NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বাংলাদেশ দেশ নয়, দ্বেষ

বড়দিনে পার্কস্ট্রিটে জনজোয়ার ৩

কলকাতা ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ ১০ পৌষ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৯৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.12.2024, Vol.18, Issue No. 195 8 Pages, Price 3.00

পার্ক স্ট্রিটে বড়দিনের আনন্দে মাতোয়ারা আট থেকে আশি। *ছবি: অদিতি সাহা*

বাংলাদেশি জঙ্গি নিশানায় শুভেন্দু! রাজ্যকে সতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলার পরিকল্পনা বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনগুলির। বড়দিনের পরদিন অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বর তাঁর ওপর হামলার আশঙ্কা করে রাজ্যকে সতর্ক করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তার ভিত্তিতে তৎপরতা বাড়িয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। একটি জনসভায় শুভেন্দু অধিকারী বাংলাদেশ বিরোধী মন্তব্য করেন। তার জেরেই হামলার পরিকল্পনা, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী সূত্রে খবর।

বাংলাদেশের দু'টি জঙ্গি সংগঠন হারাকত-উল-জিয়াদ-আল-ইসলামি ও হিজাব-উদ-তাহিরের পরিকল্পনা, দাবি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর। তিন জন বাংলাদেশি দুষ্কৃতীকে হামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী সূত্রে দাবি করা হয়েছে। সেই মতোই রাজ্য পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী সূত্রে খবর, ২৪ থেকে ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে শুভেন্দুর ওপর হামলার সম্ভাবনা রয়েছে। জানা গিয়েছে, গত ১৬ ডিসেম্বর গোয়েন্দা সংস্থার তরফে রাজ্যকে একটি রিপোর্ট পাঠানো

হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, হারকাতুল-মুজাহিদিন-বাংলাদেশ ও হিজবুল তাহিরির জঙ্গিদের নিশানায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। হামলার ছক কষে ইতিমধ্যেই ৩ জঙ্গি বাংলায় ঢুকে পড়েছে বলে খবর। প্রতিমুহূর্তে শুভেন্দু অধিকারীর ওপর চলছে নজরদারি। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জনসভা বা যাতায়াতের পথে হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমনিতেই জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান শুভেন্দু। তারপরও জনসভায় বা কোথাও তাঁর নিরাপত্তায় যাতে কোনও খামতি না থাকে, তার জন্য সকলকে সতর্ক করা হয়েছে।

রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তা বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী সূত্র খবর, তাঁদের হাতে যে তথ্য এসেছে, সেই নিরিখেই সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। যে তিন দুষ্কৃতীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হামলার, তারা রাজ্যে কোথাও হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে বলে খবর।

সম্প্রতি একটি জনসভায় বাংলাদেশকে আক্রমণ করেন শুভেন্দু। সম্প্রতি একটি জনসভায় শুভেন্দুকে বলতে শোনা যায়, 'হাসিমারাতে ৪০টি রাফাল (যুদ্ধবিমান) আছে। আরও বহু জায়গায় রয়েছে। কাছাকাছির নামটা বললাম। মাত্র দুটো রাফাল যদি উড়িয়ে দেয় ভারত, প্যান্টে বাথরুম করে ফেলবে।' বাংলাদেশের তরফে ভারতীয় পণ্য বয়কটের যে ডাক ওঠে, তা নিয়েও কটাক্ষ ছুড়ে দেন শুভেন্দু। তাঁকে আরও বলতে শোনা যায়, 'আমরা বাংলাদেশের ওপর নির্ভর করি না। বাংলাদেশ আমাদের উপর নির্ভরশীল। আমরা যদি পণ্য না পাঠাই, তোমরা চাল-ডাল, জামাকাপড় কিছু পাবে না। ঝাড়খণ্ডে উৎপাদিত বিদ্যুৎ যদি না পাঠাই তোমাদের ৮০ শতাংশ গ্রাম অন্ধকারে ডুবে থাকবে।'

শুভেন্দুর ওই মন্তব্য নিয়ে আগেও বিতর্ক হয়। বাংলাদেশ থেকেও কটাক্ষ করা হয়। তবে জনসভায় বাংলাদেশকে যে ভাবে আক্রমণ করেছেন শুভেন্দু, তার জন্যই বাংলাদেশি জঙ্গিরা তাঁকে নিশানা করছে বলে দাবি।

সংসদের সামনে গায়ে আগুন, আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর: বুধবার দুপুরে দিল্লির সংসদ ভবনের সামনে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক যুবক। ওই যুবকের শরীরের অনেকটা অংশ পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে দ্রুত রামমোহন লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু কী কারণে আত্মহত্যার চেষ্টা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দিল্লি পুলিশ, ফরেন্সিক দলও। দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁরা তদন্ত শুরু করেছেন। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবকের নাম জিতেন্দ্র। ছাব্বিশ বছর বয়স। তিনি উত্তরপ্রদেশের বাগপতের বাসিন্দা। যুবকের শরীরের অনেকাংশ পুড়ে গিয়েছে। তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। ঘটনাস্থল থেকে দু' পাতার একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। যদিও সেই নোটের অর্ধেক পুড়ে গিয়েছে। বাকি অংশে পুলিশের বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ লেখা আছে। দলিতদের প্রতি বঞ্চনার, অপমানের কথা লেখা আছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সংসদ ভবনের সামনে একটি পার্কে গায়ে আগুন দিয়েছিলেন ওই যুবক। এরপর আগুনে জ্বলতে থাকা অবস্থাতেই সংসদ ভবনের দিকে ছুটে যেতে দেখা যায় তাঁকে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলেছে। যেখানে গায়ে আগুন দেন যুবক, সেখানে থেকে পেট্রল উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরেনসিক দল। এই ঘটনা কি নিছক আত্মহত্যার চেষ্টা নাকি নাশকতার ছক ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

এক পুলিশ আধিকারিক সংবাদমাধ্যমে বলেন, সেই সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় পুলিশকর্মীরাই আগুন নিভিয়ে যুবককে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। হতে পারে ব্যক্তিগত কারণে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন ওই যুবক।

সন্দেহভাজনদের ল্যাপটপ, মোবাইল তথ্য কপি নয়, সুপ্রিম নির্দেশ ইডিকে

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর: তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেল তদন্তকারী সংস্থা ইডি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট চাইলেই কোনও সন্দেহভাজনের ল্যাপটপ বা মোবাইল থেকে কোনও তথ্য কপি করতে পারবে না বা অনুমতি ছাড়া কোনও তথ্য ব্যবহার করতে পারবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত।

শীর্ষ আদালতে ইডির তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে মামলা করেছিলেন লটারি কিং স্যান্টিয়াগো মার্টিন্স। তাঁর দাবি ছিল, তদন্তকারী সংস্থা তাঁর এবং তাঁর সংস্থার একাধিক বৈদ্যুতিক গ্যাজেট বাজেয়াপ্ত করেছে। এবং সেই ল্যাপটপ এবং মোবাইলগুলি থেকে তথ্য কপি করা হচ্ছে। স্যান্টিয়াগো মার্টিন্সের দাবি, যেভাবে ইডি তাঁর ল্যাপটপ বা মোবাইলের তথ্য কপি করছে, সেটা নাগরিক হিসাবে তাঁর গোপনীয়তার অধিকারে হস্তক্ষেপ। লটারি কিং তাঁর সাংবিধানিক এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার আর্জি জানান সুপ্রিম কোর্টে।

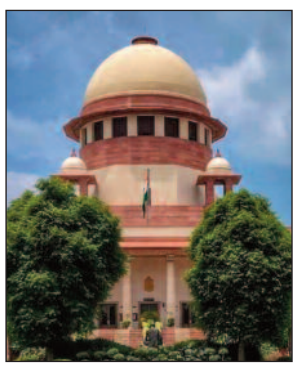

লটারি কিংয়ের সেই আর্জি মেনে নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, ইডি বাজেয়াপ্ত করা কোনও ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের তথ্য বা নথি কপি করতে পারবে না। এমনকী, অনুমতি ছাড়া ল্যাপটপ বা মোবাইলে থাকা তথ্য প্রকাশও বা ব্যবহার করতে পারবে না। যা যে কোনও আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত মামলার তদন্তের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে মোদি সরকারের আমলে ইডির সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ইডির তদন্ত অদ্ভুতভাবে গতি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, স্রেফ সন্দেহের বশে বিরোধী নেতাদের বা সংবাদমাধ্যমের বা ব্যবসায়ীদের ল্যাপটপ বা মোবাইল বাজেয়াপ্ত করার প্রবণতাও লক্ষনীয়। এবার থেকে ইডি সেই গ্যাজেটগুলি থেকে কোনও নথি নকল করতে পারবে না।

অসম পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ২ জঙ্গি

গুয়াহাটি: অপারেশন প্রঘ্যাত'-এ অসম পুলিশের হাতে গ্রেফতার আরও দুই জঙ্গি। জঙ্গি সন্দেহে আরও ২ জনকে গ্রেপ্তার করল অসম স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। সন্দেহ করা হচ্ছে, ধৃতরা আনসারুল্লা বাংলা টিম বা এবিটি-এর সদস্য। ধৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমান বিস্ফোরক, বন্দুক এবং গুলি উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এছাড়াও আইইডি তৈরির বেশ কিছু সরঞ্জাম, হ্যান্ড গ্র্যানেড সহ বিপুল নথি উদ্ধার হয়েছে বলেও খবর।

অসম এসটিএফের দাবি, বড়সড় নাশকতার পরিকল্পনা ছিল ধৃত দুই জঙ্গির। বাংলাদেশের আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ধৃত দুজনকে দিয়ে বড়সড় বিস্ফোরণের ছক কষেছিল। কিন্তু তার আগেই পুলিশের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল এই দুই জঙ্গি। ইতিমধ্যে ধৃতদের জেরা শুরু করেছে। কীভাবে কোথায় নাশকতার পরিকল্পনা ছিল তা জানার চেষ্টা চলছে। এমনকি আর কোথাও কোনও টিমের সদস্য লুকিয়ে আছে কিনা তাও নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

বলে রাখা প্রয়োজন, গত কয়েকদিন আগেই 'অপারেশন প্রহ্লাদ' নামে বিশেষ অভিযান শুরু করে অসম পুলিশের এসটিএফ। আর সেই সূত্র ধরে গত কয়েকদিনে মোট ৮ জন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়। যার মধ্যে থেকে মুর্শিদাবাদ থেকে দুজনকে সন্দেহভাজন জঙ্গিকে ধরে পুলিশ।

ধৃত আটজনই আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সক্রিয় সদস্য বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদের জেরা করেই আরও বেশ কিছু তথ্য উঠে আসে। সেই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার রাতে বিশেষ অভিযান চালায় তদন্তকারীরা।

অসমের কোকরাঝাড় এলাকা থেকে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের নাম আবুল জাহির শেখ এবং মির্দা। অন্যদিকে আরও এক জঙ্গির বাংলা যোগের তথ্য সামনে আসছে। সূত্রের খবর, এবিটি-র প্রধান জসিমউদ্দিন রহমানির ডানহাত ফারহান ইশরাকের সঙ্গে অসমে ধৃত শাহ রাডির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, অভিযানে ধৃত নুর ইসলাম মণ্ডলের সঙ্গেও যোগ ছিল বলে দাবি। আর সেই গত কয়েকমাসে একাধিকবার নুর ইসলাম মণ্ডল বাংলায় এসেছে বলে দাবি।

পেশায় সে রাজমিস্ত্রি! ফলে বিভিন্ন কাজের অছিলায় সে ঘুরে বেরিয়েছে বলেও জানতে পারা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মুর্শিদাবাদ ও ফালাকাটা-সহ বেশ কিছু জায়গায় গোপন বৈঠকও করেছে ধৃত নুর ইসলাম।

ইতিমধ্যে অসমে গ্রেফতার এই নুর ইসলাম মণ্ডলকে দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে বলেই খবর। তদন্তকারীদের আশা, ধৃতদের জেরা করে ভারতে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের বিষয়ে আরও তথ্য জানতে পারা যাবে।

বিমান ভেঙে

■ কাজাখস্তানে ভেঙে পড়া বিমান থেকে ২৭ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। বিমানবন্দরের নিকটবর্তী হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। কাজাখস্তানের আকতু শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে আছড়ে পড়েছে আজারবাইজান এয়ারলাইন্সের ইআরজে-১৯০ বিমান। ওই বিমানে মোট ৬৭ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৬২ জন যাত্রী এবং পাঁচ জন বিমানকর্মী। অন্তত ৪০ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কাজাখস্তান প্রশাসন।

বরফে ঢাকা

■ বড়দিনে বরফে ঢাকল হিমাচলপ্রদেশ। গত ২৪ ঘণ্টায় হিমাচলে ভারী তুষারপাতের কারণে পৃথক পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চার জনের। জখম আরও অনেকে। শৈত্যপ্রবাহ এবং ঘন কুয়াশার পাশাপাশি তুষারপাত হয়েছে শিমলা, কুল্লু, চম্বা, লাহুল-স্পিতি, সিরমাউর এবং মন্ডীতেও। তুষারপাতের জেরে ২২৩টি সড়ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তিনটি জাতীয় সড়কও।

খাদে বাস

■ উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ভীমতালের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৫০০ ফুট গভীর খাদে পড়ল যাত্রিবাহী বাস। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। আহত অনেকে। বুধবার সকালে ২৭ জন যাত্রী নিয়ে আলমোড়া থেকে হলদওয়ানির দিকে যাচ্ছিল বাসটি।

শীতহীন

■ নিম্নচাপ আর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপটেই এ বছর উষ্ণ বড়দিন। জানা গিয়েছে, নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা তৈরি হয়েছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। সোমবার এটি রাজ্যে প্রবেশ করেছে। শুক্রবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঢুকতে পারে আরও একটি ঝঞ্ঝা।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ-অর্পিতারই ১০০ কোটি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকের নিয়োগ মামলায় কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে! বার বার আদালতে এমনই দাবি করেছে তদন্তকারী সংস্থা ইডি। এই মামলার পঞ্চম অতিরিক্ত চার্জশিটে সেই হিসাব দিল ইডি। কার কাছ থেকে কত নগদ এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা-ও চার্জশিটে জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি চার্জশিটে দাবি করেছে, প্রাথমিকের নিয়োগ মামলায় এখনও পর্যন্ত দুর্নীতির পরিমাণ মোট ১৫১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক দুর্নীতি মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইডির তালিকায় ছিলেন অনেকে। ব্যক্তি ছাড়াও ২৮টি সংস্থা, ট্রাস্ট এবং ফার্মের নামও উঠে এসেছে তদন্তে। সংস্থা এবং ব্যক্তি মিলিয়ে এই মামলায় মোট অভিযুক্ত ৫৪। এদের মধ্যে ইডি হেপাজতে নিয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য-সহ মোট ছ'জনকে। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রচুর নগদ এবং সম্পত্তি।

প্রাথমিক মামলায় সবচেয়ে বেশি টাকার দুর্নীতি হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতার মাধ্যমেই। চার্জশিটে ইডি জানিয়েছে, দু'জনের দুর্নীতির পরিমাণ ১০০ কোটি ছাড়িয়েছে। ইডির দাবি, বিভিন্ন সময়ে তল্লাশি করে এখনও পর্যন্ত পার্থ-অর্পিতার নগদ এবং সম্পত্তি মিলিয়ে ১০৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে ২০২২ সালের ২২ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার নাকতলায় পার্থের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দীর্ঘ তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁকে। একই সঙ্গে অর্পিতার টালিগঞ্জ এবং বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা হানা দিয়েছিল। ইডি জানায়, টালিগঞ্জের একটি আবাসনে অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে নগদ ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল তারা। একই সঙ্গে উদ্ধার হয় প্রচুর বিদেশি মুদ্রা এবং সোনার গয়নাও। এরপরে ওই বছরেই ২৭ জুলাই বেলঘরিয়ার একটি আবাসনে অর্পিতার নামে থাকা দু'টি ফ্ল্যাট থেকেও মোট ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা নগদে উদ্ধার করে ইডি। সঙ্গে প্রচুর টাকার গয়নাও।

এরপর দুয়ের পাতায়

মন্দারমণিতে তৃণমূল নেতার মৃত্যুর ময়নাতদন্তে আত্মহত্যার ইঙ্গিত

দোষীদের আড়ালের অভিযোগে মমতাকে চিঠি স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্দারমণি: মন্দারমণির হোটেলে তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধারের চার দিনের মাথায় ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে আত্মহত্যার ইঙ্গিত মিলেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কিন্তু ওই রিপোর্ট দেখে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে মৃত আবুল নাসারের পরিবার। উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙার পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা মৃতের স্ত্রী সুরাইয়া পারভিনের অভিযোগ, পুলিশ টাকা নিয়ে মূল অভিযুক্তদের আড়াল করে খুনকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছে। সব কথা জানিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন। তবে তৃণমূল উপপ্রধানের দাবি 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ। শনিবার সকালে মন্দারমণির একটি হোটেলের ঘর থেকে আমডাঙার তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হন

তাঁর বান্ধবী এবং বন্ধু। তাঁরা এখন পুলিশের হেপাজতে। মঙ্গলবার রাতে দেহের ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে পেয়েছে পুলিশ। তাতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার তথ্য উঠে এসেছে বলে খবর। কিন্তু মৃতের স্ত্রীর অভিযোগ, অনেক কিছু আড়াল করছে পুলিশ। তিনি বলেন, 'ধৃত যুবতীর মামা এক বার-ডান্সারকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছেন।' মন্দারমণি থানার ওসির বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করে সুরাইয়া বলেন, আবুল মারা যাওয়ার পর প্রায় ২০ কোটি টাকার সম্পত্তি হাতানোর সুবিধা হয়ে গিয়েছে 'মামু'র। ওসি তার একটা অংশের টাকা পাবেন বলে ডিল হয়েছে বলে ওঁকে গ্রেপ্তার করছে না। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে তৃণমূল নেতার সঙ্গে বান্ধবীর মামার জমি ব্যবসার কথা।

এরপর দুয়ের পাতায়

পার্কস্ট্রিটের পথে শিশুদের উপহার বিতরণে সান্তা।

জহরলাল নেহেরু রোডে বাবার কোলে সান্তা সাজে ছোট্ট খুদে।

খ্রীস্টমাসে ভিড় ময়দানে।

সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালে যীশু স্মরণে মোমবাতি জ্বালানো হচ্ছে।

কম্বল দান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ১৯৮৭ সালে নির্মিত কাঁকসার হাজড়াবেড়া শান্তি সংঘ ক্লাব নতুন করে নির্মাণ করার পর বড়দিন উপলক্ষ্যে সেটিকে উদ্বোধন করা হয়। এদিন নতুন করে তৈরি হওয়া ক্লাবের উদ্বোধন করেন পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পাশাপাশি এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এলাকার কচিকাঁচাদের নিয়ে নানান খেলার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও এদিন এলাকার দুঃস্থ মানুষদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। এলাকার ১৪০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে শীত কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

ইকোপার্কে যীশুর স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়িয়ে শিশু কন্যা।

বিজেপির সল্টলেক পার্টি অফিসে অটল-স্মরণে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

দুঃস্থ পড়ুয়াদের সুলভে খাতা সরবরাহের সিদ্ধান্ত রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের পড়ুয়াদের সুলভে খাতা সরবরাহ করতে উদ্যোগই হয়েছে রাজ্য সরকার। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তর শিক্ষাসাথী ব্র্যান্ডের আওতায় খাতা তৈরি করছে। তিন রকম আকার ও মানের এই খাতা তৈরি করা হবে। বাজারে যেমন খাতা পাওয়া যায় তেমনি ধাঁচে আনা হচ্ছে। গুণগত মান বেশ ভালো। তবে দাম অনেকটাই কম। ক্রেতা সুরক্ষা মেলার মতো সরকারি মেলাগুলিতে পাওয়া যাবে এই খাতাগুলি। আগামী দিনে রেশন দোকানে মিলবে এই খাতা। বলা বাহুল্য আগে এই প্রকাশনা সংস্থা থেকে রাজ্য সরকারের সবকিছু ছাপানো হত। কিন্তু পরবর্তীকালে সরস্বতী প্রেস চালু হওয়ায় বরাত কমেছে 'শিল্পবার্তা প্রিন্টিং প্রেস লিমিটেড' প্রকাশনা সংস্থার। সেইজন্য লাভের মুখ যাতে পায় তাই খাতা ছাপানো এবং বিক্রি সেই উদ্যোগ দেওয়া হবে এই সংস্থার হাতে। উল্লেখ্য, 'শিক্ষাসাথী'র আওতায় আপাতত তিন ধরনের খাতা বাজারে আনা হচ্ছে। তার মধ্যে দু'টি খাতা ১৬০ পৃষ্ঠার। সেগুলির দাম ৭০ টাকা করে। ১০০ পাতার একটি খাতার দাম ৩৭ টাকা। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বাজারে যেমন খাতা পাওয়া যায় তেমনি ধাঁচে আনা হচ্ছে। গুণগত মান বেশ ভালো। তবে দাম অনেকটাই কম। ক্রেতা সুরক্ষা মেলার মতো সরকারি মেলাগুলিতে পাওয়া যাবে এই খাতাগুলি। আগামী দিনে রেশন দোকানে মিলবে এই খাতা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬শে ডিসেম্বর। ১০ই পৌষ, বৃহস্পতিবার। একাদশী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ব বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বাজপেয়ীর শততম জন্মদিনে সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক শুভেন্দুর অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অটল বিহারী বাজপেয়ীর ১০০ তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন বিজেপি নেতারা। সেইসঙ্গে এদিন পালিত হয় তুলসী পূজন দিবসও। আর এই দুই কর্মসূচি উপলক্ষে নন্দীগ্রামের অশ্বত্থতলা বেদ মন্দিরে সেবাদান কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন এলাকার বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার সেখান থেকেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফের সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন বিজেপি নেতা। গত অক্টোবরে দশেরার এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের হিন্দু-সহ সংখ্যালঘু শ্রেণির উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে জোর দিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা দুর্বল হয়ে পড়লে

অত্যাচারের ঘটনাগুলিকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সবাইকে এক হতে হবে।' এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে আনেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। আরও একবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন শুভেন্দু অধিকারী।

প্রসঙ্গত, এর আগেও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বারবার হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের 'গণহত্যা' হিন্দু নিপীড়নের একের পর এক ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু আগেই বলেছেন, 'এখনও বাঙালি হিন্দুরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। একুশে মমতা আমাকে হারাতে এসেছিলেন, আমি হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছিলাম। নন্দীগ্রামে ৬৫ শতাংশ হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ করে মমতাকে হারিয়েছিলাম। রাজ্যে ওয়াকফ বোর্ড থাকলে সনাতনী বোর্ড হবে না কেন? কেন লাভ জেহাদ, ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে আইন হবে না? হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, এই লড়াই চলবে।' বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়ন নিয়ে শুভেন্দুর সাফ বক্তব্য,'গোটা পৃথিবীর হিন্দুদের সময় হয়েছে রাজনীতির রঙ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।' সঙ্গে এও জানান, 'দলে ভিন্নতা থাকবে, ধর্ম-সম্প্রদায়ে ভিন্নতা থাকবে। দেশের স্বার্থে সবাইকে এগোতে হবে। রাজ্যের তৃণমূলের মন্ত্রীর মুখের ভাষা শুনলে অবাক হবেন। বিধানসভায় বিএসএফ, এনআইএ, সিআইএসএফের বিরুদ্ধে রেগুলেশন আনা হচ্ছে।' মন্তব্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর।

চলতি অর্থবর্ষে মেট্রো রেলের যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি অর্থবর্ষে মেট্রো রেলের যাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নভেম্বর এর শেষ পর্যন্ত, এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ১৪.৭২ কোটিতে। মেট্রো রেল যাত্রী পরিবহন করেছে যা গত বছরের ১২.৭ কোটি যাত্রীর তুলনায় ১৫.৯১ শতাংশ বেশি। একইসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের সুবিধার্থে, মেট্রো রেল টিকিট পরিষেবারও উন্নতি করেছে। বর্তমানে কাউন্টার থেকে টোকেন দেওয়ার পাশাপাশি যাত্রীরা মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ, ইউপিআই ভিত্তিক টিকিট ব্যবস্থা এবং এএসসিআরএম মেশিনের মাধ্যমে টিকিট কিনতে পারবেন এবং স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে পারবেন। এটি আমাদের যাত্রীদের তাদের সময় বাঁচাতে সাহায্য করেছে এবং তাদের পরিবর্তনের জন্য চিন্তা করতে হবে না। ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৯.৩৪ লক্ষ অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী এবং ০.৪৮ লক্ষ আইওএস সিস্টেম ব্যবহারকারী 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। মেট্রো রেলওয়েতে ৬১৬টি কিউআর বৈশিষ্ট্য সহ এএফসি এবং পিসি গেটগুলি যাত্রীদের কিউআর ভিত্তিক টিকিট দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে সক্ষম করে। বর্তমানে ৩৬৫টি বুকিং কাউন্টারে ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা করতে সক্ষম। যাত্রীরা এখন ভিড় এড়াতে মেট্রো স্টেশনে পৌঁছনোর আগে মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপের সাহায্যে টিকিট কিনছেন। হ্যান্ড হেল্ড টার্মিনালের সাহায্যেও প্রথমবারের মতো টিকিট চালু করা হয়েছে যা গত উৎসবের মরশুমে ভিড় সামলাতে অনেক সাহায্য করেছে। মেট্রো রেলওয়ে গত নভেম্বর থেকে যাত্রীদের অনুপযুক্ত ভ্রমণ বন্ধ করতে ব্যাপক টিকিট চেকিং অভিযান শুরু করেছে।

পার্থ-অর্পিতারই ১০০ কোটি!

প্রথম পাতার পর

ইডির দাবি, অর্পিতার দু'টি ফ্ল্যাট থেকে নগদে মোট ৪৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা এবং ৫ কোটি ৮ লাখ টাকার গয়না উদ্ধার হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, এ ছাড়াও এই দু'জন দুর্নীতির মাধ্যমে 'উপার্জন' করেছেন ৪৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পার্থ ও অর্পিতার মিলিয়ে এই মামলায় ১০৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পার্থ, অর্পিতার পরেই এই মামলায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা পলাশিপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করে ইডি। একে একে তাঁর স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য এবং পুত্র শৌভিকেরও নাম জড়ায় এই মামলায়। পরে তাঁদেরও বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় সংস্থা চার্জশিটে জানিয়েছে, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি থেকে মানিক এবং তাঁর পরিবারের সাত কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার হদিশ পেয়েছে তারা।

এই নিয়োগ মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রী এবং পর্ষদ সভাপতি ছাড়াও কুন্তল ঘোষ, অয়ন শীল এবং শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এজেন্টদের নাম উঠে এসেছে। ইডির দাবি, তাঁদের মাধ্যমে অযোগ্য প্রার্থীদের থেকে চাকরির বিনিময়ে টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। এই তিন জনের মিলিয়ে দুর্নীতির পরিমাণ ১৫ কোটি ৩ লক্ষ টাকা।

২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই মামলায় ইডির দেওয়া চতুর্থ অতিরিক্ত চার্জশিটে 'লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার নাম উঠে আসে। কিন্তু সেখানে এই সংস্থাকে অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়নি। ইডির দাবি, 'লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার অধীনে থাকা আটটি সম্পত্তি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, যার মূল্য সাত কোটি ৪৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৪২ টাকা। এছাড়াও তল্লাশি করে ৭৬ লক্ষ ১২ হাজার টাকা নগদেরও হদিশ মিলেছে। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের পকেটে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির ১০ কোটির বেশি অঙ্কের টাকা ঢুকেছে, সে তথ্য ইডি ইতিমধ্যেই আদালতকে জানিয়েছে। তার মধ্যে ৭ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ইডি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করেছে। বাকি ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার হদিশ তাঁরা পেয়েছেন। সেই টাকা বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এই সংস্থার মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করা হত। সংস্থার বিভিন্ন জিনিস কেনা বাবদ এই টাকা ব্যবহৃত হত।

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কালীঘাট রোড এলাকায় সাতটি সম্পত্তি এবং ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের আমতলা মৌজায় একটি পাঁচতলা বাড়ি ও জমির কথা জানিয়েছে ইডি। সেই সম্পত্তি 'লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার অধীনে। দুর্নীতির টাকা এই সম্পত্তির মাধ্যমে সরানো হয়েছে বলে দাবি ইডির।

'লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস' ছাড়াও আরও একটি সংস্থার কথা জানিয়েছে ইডি। পঞ্চম অতিরিক্ত চার্জশিটে ইডি 'ইম্প্রোলাইন কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড' নামে একটি সংস্থার উল্লেখ করেছে। সূত্রের খবর, বকলমে এই সংস্থা তৈরি হয়েছিল পার্থের নির্দেশেই। এই সংস্থার মাধ্যমে তিনি টাকা বিনিয়োগ করতেন। ইডির দাবি, এই সংস্থার মাধ্যমে ১৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৭৭ টাকা নয়ছয় হয়েছে। পাশাপাশি, পঞ্চম অতিরিক্ত চার্জশিটেও 'লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার কথা উল্লেখ করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই সংস্থার দু'কোটি ৭০ লক্ষের অস্থাবর সম্পত্তিও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। তা বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এই মামলায় ইডির প্রথম চার্জশিটে পার্থ, অর্পিতার নাম ছিল। ২০২২ সালে সেই চার্জশিট জমা দেয় ইডি। একই বছর দ্বিতীয় চার্জশিট দেয় তারা। সেই চার্জশিটে মানিক, তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র ছাড়াও নাম ছিল তাপস মণ্ডলের। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ইডির দেওয়া তৃতীয় চার্জশিটে নাম ছিল কুন্তলদের। চতুর্থ চার্জশিটে অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র নাম ছিল। এ ছাড়াও আরও দু'টি নাম ছিল, যাদের মাধ্যমে টাকা নয়ছয় করা হয়েছিল দাবি করে ইডি।

এই দুর্নীতির তদন্তে বিভিন্ন এজেন্টের নাম উঠে এসেছে নানা সময়ে। ইডির দাবি, অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তুলেছেন তাঁরা। সেই টাকা হাত ঘুরে পার্থ, মানিকদের কাছেও গিয়েছে, এমন তালিকাও পেয়েছে বলে দাবি ইডির। আরও দাবি, এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত তাপসের থেকে পাওয়া নথিতেও তথ্য রয়েছে। এছাড়াও এস বসু অ্যান্ড কোম্পানির মতো সংস্থার মাধ্যমে টাকা নয়ছয় হয়েছে বলে দাবি করে ইডি। টাকা তুলতে ভুয়ো ওয়েবসাইটেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

দোষীদের আড়ালের অভিযোগে মমতাকে চিঠি স্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

জানা গিয়েছে, সোদপুর এলাকায় কেনা একটি জমি নিয়ে আবুল এবং তাঁর বান্ধবীর মামার ঝামেলা হয়েছিল।

তৃণমূল নেতা এবং ধৃত বন্ধু ও বান্ধবীর ত্রিকোণ সম্পর্কের বিষয় ছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। সুরাইয়ার অভিযোগ, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পিছনে মামা-ভাগ্নির ষড়যন্ত্র রয়েছে। কিন্তু পুলিশের তদন্তে তিনি খুশি নন। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে অনুরোধপত্র পাঠিয়েছেন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, 'গোটা তদন্তপ্রক্রিয়ার কথা জানিয়ে মন্দারমণি থানার ওসিকে সরানোর দাবি জানিয়েছি। আমাদের দাবি, বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে ওই ওসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। কত টাকার বিনিময়ে গোটা পরিকল্পনার অংশ হলেন ওসি, সেটা তদন্ত করে দেখতে হবে। আমার স্বামীকে খুনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের খুঁজে বার করে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর আরও অভিযোগ, স্বামীর দেহ উদ্ধারের পর থেকে তারা আত্মহত্যার তত্ত্বের ওপর জোর দিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার আগেই আত্মহত্যার কথা বলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এফআইআর দায়েরের সময় সুরাইয়ার শাশুড়ি তারুনা বিবিকে প্রভাবিত করা হয় বলেও অভিযোগ। মৃত আবুলের মায়ের দাবি, তাঁকে দিয়ে ঝটপট করে কতগুলো কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ বার বার বোঝানোর চেষ্টা করে যে, তাঁর ছেলে আত্মহত্যা করেছে। ওসিকে বলার চেষ্টা করলেও উনি শুনতে চাননি। হোটেলঘরের সিসিটিভি ফুটেজও দেখতে দেওয়া হয়নি। টাকার বিনিময়ে উনি এ সব করেছেন।'

যদিও মৃত তৃণমূল নেতার স্ত্রী এবং মায়ের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। তাঁদের দাব, ময়নাতদন্ত রিপোর্টে প্রাথমিক ভাবে আত্মহত্যার পক্ষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উত্তরাখন্ডের শিবকল্প মহাযোগী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের পুণ্য আবির্ভাব দিবস এবং প্রভুপাদ শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর (স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী) গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দীক্ষা দিবসের স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান, ভজন, কীর্ত্তন, শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শ্রী শ্রী ঠাকুর সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেব প্রতিষ্ঠিত অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সন্তোষপুর শাখা কর্তৃক তারক ব্রহ্ম হরিনাম অতি আনন্দের সহযোগে অনুষ্ঠিত হল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ১০ পৌষ, বৃহস্পতিবার

যীশু জন্মদিনে উৎসবে মুখর মহানগরী, পার্কস্ট্রিটে জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার বড়দিনে দিনভর আলিপুর চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, নিকো পার্ক এবং সেন্ট পলস ক্যাথিডাল চার্চ ও ময়দান এলাকায় ছিল নজর কাড়া ভিড়। ছিল সেলফি তোলার ধুম। বুধবার সন্ধ্যা নামতেই জনতার ঢল পার্ক স্ট্রিটমুখী হয়। নানা রঙের আলোয় সেজে ওঠা পার্ক স্ট্রিট ঝলমল করতে থাকে। মাথায় সান্তা ক্লজের টুপি পড়ে ৮ থেকে ৮০ সকলেই বুধবার সন্ধ্যায় হাজির হয় পার্ক স্ট্রিটের আলো ঝলমলে রাস্তায়। কারোর কারোর মাথায় ছিল আলো লাগানো ব্যান্ড। মুখে বাঁশি, চোখে রঙিন চশমা পড়ে ছোটরাও মা-বাবার সঙ্গে হাত ধরে ঘুরে বেড়ায় পার্ক স্ট্রিট থেকে অ্যালান পার্ক অবধি। দু'দিকের ফুটপাতে থাকা একের পর এক রেস্তোরাঁ থেকে পানশালা ঘিরে ছিল ব্যাপক ভিড়। বারবিকিউ থেকে তন্দ্রা, টিক্কাস থেকে ব্লু ফক্স-সহ একের পর এক পানশালার বাইরে বুধবার সন্ধ্যায় ছিল লম্বা লাইন। পার্কস্ট্রিটের ফ্লুরিস কেক, প্যাস্ট্রি দোকানেও ছিল নজর কাড়া ভিড়। যান চলাচল যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য গোটা পার্কস্ট্রিট এলাকা জুড়ে দুপাশে লোহার রেলিং গার্ডের ব্যারিকেড গড়ে তুলেছিল কলকাতা পুলিশ।

পার্ক স্ট্রিট থেকে মল্লিক বাজার পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশের হাঁটার জন্য পৃথক রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। রাস্তা পারাপারের সময় দড়ি দিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছিল কলকাতা পুলিশ। তবে ভিড় বেশি হলে যে কোন মুহূর্তে পার্ক স্ট্রিটে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে বলে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ থেকে আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একাধিক ওয়াচ টাওয়ারের উপর থেকে নাইট ভিশন দূরবীন নিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং জঙ্গি কার্যকলাপের দরুন পার্ক স্ট্রিটে বড়দিনের আগের রাত থেকেই নজরদারি জোরদার করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে বলে

জানিয়ে দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। তিনি নিজে বড়দিনের আগে মঙ্গলবার রাতেই পার্ক স্ট্রিট, সেন্ট পলস ক্যাথিডাল চার্চ-সহ ময়দান এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খ তিয়ে দেখতে রাস্তায় নামেন। তার সঙ্গে ছিলেন কলকাতা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং জঙ্গি কার্যকলাপের দরুন বড়দিন থেকে বর্ষবরণের রাত পর্যন্ত বিশেষ নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় গোটা কলকাতা শহরকে। এমনকি লালবাজারের ট্রাফিক বিভাগের তরফ থেকেও বড়দিনে বিশেষভাবে যান নিয়ন্ত্রণ করা হয় মহানগরে।

লালবাজার সূত্রে খবর, জওহরলাল নেহরু রোড থেকে উড স্ট্রিট (হয়ে পার্কস্ট্রিট-সহ মিডলটন স্ট্রিটের রাস্তা বড়দিনের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয় মঙ্গলবার রাতে। ২৪ ডিসেম্বর বিকেল ৪ টে থেকে ২৫ডিসেম্বর ভোর ৪টে পর্যন্ত যান নিয়ন্ত্রণ করে কলকাতা পুলিশ। এছাড়াও বড়দিনের বিকেল ৪টে থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পার্কস্ট্রিট সহ ময়দানের একাধিক এলাকায় একাধিক রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বড়দিনে বিশেষ নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয় মহানগরে। ট্রাফিক বিভাগের পাশাপাশি প্রায় দেড় হাজার পুলিশ কর্মীরা দিনভর রাস্তায় ছিলেন। গোটা পার্কস্ট্রিট জুড়ে প্রায় সাতটি ওয়াচ টাওয়ার বসানো হয়েছে। নিরাপত্তায় বড়দিনে শহরে বহাল ছিল হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড, কুইক রেসপন্স টিম, সারমেয় বাহিনী। এছাড়াও বড়দিনের রাতে ও দুপুরে শহরের একাধিক পার্ক এবং রেস্তরাঁর সামনে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিল কলকাতা পুলিশের উইনার্স বাহিনী বা প্রমীলা বাহিনী। বড়দিনে দিনভর মানুষ মেতে রইল মহানগরীতে উৎসবের মেজাজে।

শুভেন্দু অধিকারীর ওপর জঙ্গি হামলার আশঙ্কা করছেন অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার বিস্ফোরক দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং দাবি করেন, '২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দুকে সরিয়ে দিতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দুকে সরাতে পারলেই মমতার পোয়া বারো হয়ে যাবে।' তাঁর কথায়, 'শত্রুকে নাশ করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেহাদিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।' তাঁর দাবি, 'এখন শুভেন্দু অধিকারী প্রধান টার্গেট। রাজ্যের এজেন্সি শুভেন্দুকে মারার চক্রান্ত করছে।'

তাঁর যুক্তি, 'শুভেন্দুর কনভয়ে আই ই ডি হামলা হতে পারে। তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারা হতে পারে কিংবা জনসমাবেশে রাসায়নিক স্প্রে করা হতে পারে।' অর্জুনের আশঙ্কা, 'সাংবাদিক সেজে কেউ শুভেন্দুর ওপর হামলা চালাতে পারে।' তাঁর কথায়, 'এখন পোর্টালের বাড়বাড়ন্ত। ভুয়ো বুম বানিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হামলা চালাতে পারে। কিন্তু রাজ্য এজেন্সির ওপর তাঁদের ভরসা নেই। তাই শুভেন্দুর নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির কড়া নজরদারি দরকার।' গেরুয়া শিবিরের এই লড়াকু নেতার বক্তব্য, তিনি রাজনীতি করার জন্য কোনও কথা বলেন না। তিনি সর্বদা সত্য নির্ভর কথা বলেন। তবে তিনি যা যা বলেছেন, তা প্রমাণিত হয়েছে, হয়তো পাঁচ-দশদিন বাদে হয়েছে। তাঁর দাবি, 'অসম পুলিশ বাংলায় এসে জঙ্গি ধরছে। অথচ বাংলার পুলিশকে অক্ষম বানিয়ে রাখা হয়েছে। বাংলা পুলিশের কাজ হল, বিরোধীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো কিংবা জেলে পুড়ে দেওয়া।' তাঁর অভিযোগ, 'সীমান্তবর্তী ৯২০ কিমি ফাঁকা জোন রয়েছে। সেখানে সওকত মোল্লা, এনামুল, বারিক বিশ্বাস ও নাসিরদের জঙ্গি সংগঠনের আধিপত্য রয়েছে।'

অর্জুনের সংযোজন, 'বিহার কিংবা বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আওতায় আনা দরকার। অন্যথায় বাংলার সনাতনীদের বাঁচানো খুব মুশকিল হয়ে পড়বে।' ১৯৪৬ সালের কলকাতা কিলিংয়ের মতো ঘটনা মমতার নেতৃত্বে বাংলায় ঘটার আশঙ্কা করছেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং।

সিংহের মুখে রক্ত লাগালে সিংহ কামড়ে খাবেই: সব্যসাচী

নিজস্ব প্রতিবেদন: তোলা না পেয়ে বাগুইআটির প্রমোটারকে মারধরের ঘটনায় ১১দিন পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু খোঁজ মিলছে না বিধাননগরের অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তীর। এখনও তাঁর হদিশই পেল না পুলিশ। এফআইআর-এ ২০ জনের নাম রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ছিলাপোতা থেকে দিঘা, কাউন্সিলরের খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। কিন্তু খ ালি হাতে ফিরতে হয়েছে সব জায়গা থেকেই। তবে এই নিয়ে মুখ খুললেন বিধাননগর পুরনিগমের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত। তাঁর মন্তব্য, 'সিংহের মুখে রক্ত লাগালে কামড়ে খাবেই।'

সব্যসাচী আরও বলেন, 'গ্রাম বাংলায় একটা চলতি কথা রয়েছে,

বিয়ের প্রথম রাতেই বিড়াল মারতে হয়। প্রথম দিনই রুখে দাঁড়ানোর ছিল। তাহলে এই পরিস্থিতির সম্মুখ ীন হতে হত না। ওঁর ওই টাকাটাও যেত না। অন্তত এই এপিসোডের পর ওঁকে টাকাটা দিতে হত না। এখ ন টাকাও গেল, রক্তও গেল। সিংহের মুখে রক্ত লাগালে তো সিংহ কামড়ে খাবেই।' এদিকে, গোটা বিষয়ে আতঙ্কিত আক্রান্ত প্রমোটার। সব্যসাচীর উক্তি প্রসঙ্গে বলেন, 'সব্যসাচী দত্তের কথায় তো আমার মনে হচ্ছে, আমার জীবনটাও যাবে। আমি ন্যায় বিচারের দিকে তাকিয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে। যদি মরতে হয় মরব। আগের যে আইসি ছিলেন তিনি বলেছিলেন, কাউন্সিলরের সঙ্গে বসে যাও। বসে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও। আমি কিছু করতে পারব না, কোনও এফআইআর নিতে পারব না। ১১ দিন যে পালিয়ে থাকতে পারে, সে কতটা বড় প্রভাবশালী তার প্রমাণ পাওয়াই যাচ্ছে।'

জাল পাসপোর্ট ধরার ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ বিএসএফ'র ডিজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাল পাসপোর্ট ধরার ব্যাপারে রাজ্য পুলিশের ওপর আর ভরসা রাখছে না বিএসএফ। একইসঙ্গে কড়া নির্দেশ, কাস্টমস ও অভিবাসন দপ্তরকে সঙ্গে নিয়েই বড় চক্র ভাঙার। সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে এই জাল পাসপোর্ট চক্র সক্রিয়। তা ভাঙার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বিএসএফ-এর ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরীর।

এদিকে বিএসএফ-এর অভিযোগ, রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে যে ধরনের সহযোগিতা পাওয়ার কথা, সেই সহযোগিতা মিলছে না। মিলছে না সামান্য তথ্যটুকুও। কাদের ধরা হচ্ছে, কোথা থেকে ধরা হচ্ছে, তা স্পষ্টভাবে জানানো হচ্ছে না। সমন্বয় রেখে আদৌ যে জাল পাসপোর্ট চক্র ভাঙার কথা ছিল, সেটাকেও সম্পন্ন করছেন না রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরা। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিএসএফের ডিজি মঙ্গলবার যখন কলকাতায় আসেন, তাঁর সঙ্গে বৈঠকে এই বিষয়টি বিএসএফের তরফ থেকে তুলে ধরা হয়।

বিএসএফ সূত্রে খবর, ডিজি তখ ন নির্দেশ দেন, অভিবাসন ও কাস্টমসকে নিয়ে বিএসএফের যে এলাকা অর্থাৎ সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকার মধ্যে কোথাও যদি জাল পাসপোর্ট চক্রের হদিশ মেলে, তাহলে সেই চক্রকে ভাঙতে হবে বিএসএফকেই। সেখ ানে রাজ্য পুলিশ সাহায্য করুক না করুক, বিএসএফের কমান্ডারকেই পদক্ষেপ করতে হবে। তবে রাজ্য পুলিশকে এ বিষয়ে অবগতও করা হবে বলে জানা গিয়েছে। যেহেতু অনুপ্রবেশ কিংবা জঙ্গি-সব ইস্যুতেই বিএসএফের দিকে আঙুল উঠেছে, সেই কারণেই ডিজি-র এই নির্দেশ।

পাসপোর্ট জালিয়াতিতে দত্তপুকুরে ধৃত আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাসপোর্ট জালিয়াতির আরও তথ্য সন্ধানে মরিয়া কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, হাওড়া এবং হুগলির বেশ কিছু পোষ্ট অফিস নজরে গোয়েন্দাদের। আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল জাল পাসপোর্ট চক্রের অন্যতম পাণ্ডা সমরেশ বিশ্বাসকে। এরপর মঙ্গলবার দত্তপুকুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মোক্তার আলম নামে আর এক যুবককে। সমরেশের ঘনিষ্ঠ মোক্তার। তদন্তকারীরা মনে করছেন, মোক্তার সমরেশের থেকেও বড় খেলোয়াড়।

ইতিমধ্যেই সমরেশের চক্রের এক ব্যক্তিকে লালবাজারে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। সমরেশ ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরির চক্রের একজন অন্যতম অ্যাসোসিয়েট বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। সমরেশ ও মোক্তার একই চক্রের সদস্য হলেও মোক্তার আরও বড়মাপের চক্রী দাবি পুলিশের। দু'জনে একসঙ্গে কাজ করলেও মোক্তার নিজের মতো করে সমান্তরালভাবে এই জালিয়াতি কারবার চালাতেন বলেও জানানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে। মোক্তারেরও এজেন্ট এবং সাব এজেন্ট রয়েছে। প্যাকেজ স্টিটেমে ভুয়ো নথি থেকে পাসপোর্ট তৈরি করার কাজ করতেন মোক্তার। অনুপ্রবেশকারীর নাম, ঠিকানা, ধর্ম সমস্ত বদলে তৈরি করে দেওয়া হত পরিচয়পত্র। বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে লোক পারাপার করাতেন মোক্তার। এখানে থাকার ব্যবস্থা এবং অন্য রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন। এদিকে গোয়েন্দা সূত্রে খ বর, আমতা পোস্ট অফিসের এক অস্থায়ী কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তাঁরা। আমতা পোস্ট অফিসে আসা পাসপোর্ট ওই অস্থায়ী কর্মী সরাসরি তুলে দিতেন সমরেশ ও তার এজেন্টদের হাতে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মোক্তারকে জেরা করে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

বিমানবন্দরে ১০ টাকায় 'উড়ান ক্যাফে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিমানবন্দরে চা, কফির দাম নিয়ে বিস্তর অভিযোগ যাত্রীদের। এক কাপ চা বা কফির দাম, অন্তত পাঁচ বা ছয় গুণ বেশি। সকল যাত্রীদের পক্ষে তা কিনে পান করা সম্ভব নয়। যা নিয়ে একাধিকবার একাধিক ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবার সরব হয়েছেন। এবার অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের উদ্যোগে বিমানবন্দরে চালু হল সস্তার উড়ান ক্যাফে।

অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 'উড়ান যাত্রী ক্যাফে' চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এই প্রজেক্টটি সফল হলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ পরিচালিত অন্যান্য বিমানবন্দরগুলিতেও এই পরিষেবা শুরু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এই দাম প্রসঙ্গে সংসদে রাঘব চাড্ডা প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'এমনিতেই বিমানের ভাড়া আকাশছোঁয়া, এরপর সেখানে জলের বোতলের দাম ১০০ টাকা, চায়ের দাম ২০০ থেকে ২৫০ টাকা। সরকার কী বিমানবন্দরে সাশ্রয়ী মূল্যের ক্যান্টিন স্থাপন করতে পারে না?' এর পাশাপাশি বিমানবন্দরগুলির দুর্বল ব্যবস্থাপনারও সমালোচনা করেছিলেন তিনি।

গুগল মানচিত্রে মুছে দেওয়া হল ডোরিনা ক্রসিং-এর নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জায়গার মধ্যে একটি হল ডোরিনা ক্রসিং। জনবহুল এসপ্লানেডের এই ক্রসিং পেরিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করেন বহু মানুষ। অনেক আন্দোলন, মিছিলেরও সাক্ষী এই ডোরিনা ক্রসিং। এবার গুগল মানচিত্রে মুছে দেওয়া হল ডোরিনা ক্রসিং-এর নাম। গুগল ম্যাপে সার্চ করলে আর মিলবে না ডোরিনা ক্রসিং। চিকিৎসকদের অনুরোধে এমনই এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিল গুগল। চিকিৎসকদের অনুরোধ মেনে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'অভয়া ক্রসিং'।

আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা চেয়েছিলেন, আরজি করের নির্যাতিতার নামে রাস্তা তথা ক্রসিং-এর নামকরণ করা হোক। যেহেতু নির্যাতিতার নাম বদল করে তিলোত্তমা বা অভয়া হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাই সেই নামেই ক্রসিং-এর নাম বদল করার আবেদন জানান চিকিৎসকরা। গুগল সেই অনুরোধ মেনে বদলে দিয়েছে নাম। গুগল সেই অনুরোধ গ্রহণ করার পর 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর্স ফোরামে'র তরফে মুখ্যসচিব-মেয়রকে ইমেল করে জানানো হয়েছে বিষয়টি। বুধবার এ কথা জানিয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর্স ফোরামে-এর সদস্য চিকিৎসক প্রমোদরঞ্জন রায়। চিকিৎসক আরও জানান, তাঁরা অনুমান ছিল ডোরিনা কোনও মেমসাহেবের নাম ছিল। কলকাতার অনেক রাস্তার নামই সাহেবদের নামে, যে সব নামগুলো আস্তে আস্তে পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে। তবে পরিবর্তীতে তিনি জানতে পারেন, এই ক্রসিং-এর কাছে একটি বস্ত্র বিপণী ছিল। তার নাম 'মা ডোরিনা'। আর সেই দোকানের বোর্ডে একটি নিয়ন আলো জ্বলত, যা অনেক দূর থেকে দেখা যেত। সেই দোকানের নামেই ওই ক্রসিং-এর নামকরণ হয়। বর্তমানে ওই বিপণী আর নেই। কিন্তু নামটি রয়ে গিয়েছে। তাই নাম বদল চান চিকিৎসকরা।

বর্ষশেষ, বিপজ্জনক বাড়ির গৃহমালিকরা সেই আঁধারেই

অশোক সেনগুপ্ত

২০১৯-এর ২১ জুন। ৮১ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের একটি দোতলা বাড়ির সামনে ডান দিকের একটি অংশ হঠাৎই ভেঙে পড়ে। বাড়িটির বাকি অংশ নিয়ে চিন্তা দেখা দেয়। কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের তৎকালীন ডিজি অনিন্দ্য কারফর্মা বলেন, 'অনেকদিন আগেই বিপজ্জনক প্রতিটি বাড়িকে চিহ্নিত করে নোটিশ লাগানো হয়েছে। প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই আবাসিকরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ফলে, অনেক সময় বিপদ এড়ানো অসম্ভব হচ্ছে। পুর-কর্তৃপক্ষ এ কারণে এ ব্যাপারে নতুন নীতি প্রণয়ন করেছে।' অন্যদিকে, গৃহমালিক সংগঠনের সম্পাদক সুকুমার রক্ষিত বলেন, 'পুরসভার এই নয়া নীতি সম্পর্কে আমাদের সংগঠনকে কিছু জানানো হয়নি। বিষয়টায় অনেক অস্পষ্টতা আছে। এ ব্যাপারে কথা বলতে চেয়ে মেয়রকে চিঠি দিয়েছি। উত্তর পাইনি। পুরসভার গোটা প্রক্রিয়াটাই গন্ডগোলের।'

এরপর কেটে গেছে প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর। কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের তৎকালীন ডিজি অবসর নিয়েছেন। পুরনো, জীর্ণ বাড়ি

ভেঙে হতাহত রোখার পথ বার হয়নি। নতুন নীতি প্রণয়ন রয়ে গিয়েছে পুরকর্তাদের মুখের কথাতেই। পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা নতুন কিছু নয়। নামমাত্র ভাড়ায় বা বিনা ভাড়ায় দখল করে রাখা আবাসিকের সংখ্যা কত, কেউ তার হিসেব জানেনা। বাড়ি ভাঙলে সেটা সংবাদমাধ্যমে খবর হয়। না হলে প্রায় চোখ বন্ধ করে দায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ, পুরসভা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। আর হইচই হলে চলে দায় ঠেলাঠেলির পালা। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকরা এ ওর ঘাড়ে দায় চাপিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করেন। বাড়ির আইনি মালিক যদি রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধায় পড়ে কোনও নির্মাতা সংস্থার হাতে সেটি তুলে দিতে চান, সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভাড়াটিয়ারা। রাজনৈতিক দাদারাও গুটি গুটি তাঁদের পাশে দাঁড়ান। প্রশ্ন তোলেন, 'ওরা যাবে কোথায়?' কিন্তু ভেবে দেখেন না, বাড়িওয়ালা কী ভাড়াটিয়া বা আশ্রিতদের জীবনভর, অনেক ক্ষেত্রে বংশপরম্পরায়ে থাকতে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন? ভাড়াটিয়া যাবে কোথায়, সেটা তো তাঁকেই ঠিক করতে হবে! তাঁর অক্ষমতার দায় কেন নেবেন বাড়িওয়ালা? এবং, বহু ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ সম্পন্ন অথবা অন্যত্র ফ্ল্যাট কিনে চলে যাওয়া ভাড়াটিয়াও জলের দরে আগলে রাখা ফ্ল্যাট ছাড়তে রাজি নন। চেষ্টা চলে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে খাবলে মোটা অর্থ আদায় করার। 'যাবে কোথায়', ভাড়াটিয়ার স্বপক্ষে এই সহানুভূতির হাওয়া তুলে রাজনৈতিক দলগুলো বছরের পর বছর গৃহমালিকদের আইনি অধিকারকে উপেক্ষা করে আসছে। দুর্ঘটনা ঘটলেই কাটা রেকর্ডের মতো আওড়াচ্ছেন 'নতুন নীতি হচ্ছে' আপ্তবাক্য। কিছু ক্ষেত্রে গৃহমালিকদের ওপর দোষ চাপিয়ে তাঁকে 'খলনায়ক' বানানোর চেষ্টা চলে। এই দীর্ঘ পরিস্থিতির মধ্যেই যেটা বাড়ছে তা হল শাসক রাজনৈতিক মদতপুষ্টদের বাড়ি দখল করে নেওয়ার প্রবণতা। পুরনো ভাড়াটিয়াদের ধমকে, চমকে তুলে সেখানে প্রমোটিং করা। এ সব ক্ষেত্রে গৃহমালিকও যথেষ্ঠ দাম পাচ্ছেন না। আইন আছে আইনের নামে। সেই দীর্ঘসূত্রিতা, দৌড়োদৌড়ির ধকল অধিকাংশ গৃহমালিকেরই নেই। আর, বহু বছর মামলা করে জেতা গৃহমালিকও আইনি রায় রূপায়ণ করতে পারছে না, এরকম নিদর্শনও রয়েছে বিস্তর। এই রকম একটা পরিস্থিতির মাঝে ২০২৪-এও বৃহত্তর কলকাতায় বাড়ি ভেঙে পড়ার বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। ২০২৫-এও ঘটবে। এর শেষ কোথায়? কারওর কাছে সেই উত্তর নেই।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারের ধাবাগুলোয় মদের আসর-আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশাসনের নির্দেশিকাই সাড়! ঘোলা থানার মুড়াগাছায় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারের ধাবাগুলোতে চলছে জমজমাটি মদের আসর।

অভিযোগ, উক্ত ধাবাগুলোতে মদ্যপান করার জন্য কোনও বৈধ লাইসেন্স নেই। যুবক-যুবতীরা গভীর রাত পর্যন্ত ধাবায় বসে মদ্যপান করছে। মদ্যপানের সেই দৃশ্য ক্যামেরায় ধরাও পড়েছে বহুবার। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের তীরবর্তী ধাবাগুলোতে যেমন রমরমা কারবার চলছে। উল্টোদিকে, খদ্দেরের অভাবে লোকসানের মুখে পড়ছে বৈধ লাইসেন্স প্রাপ্ত হোটেলগুলো। মঙ্গলবার রাতে মুড়াগাছায় অবৈধ একটি ধাবাতে অভিযান চালাতে আসেন আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। কিন্তু অবৈধ ধাবাগুলোতে অভিযান না চালানোর অভিযোগ ওঠে আবগারি দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। ক্ষোভে আবগারি দপ্তরের আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বৈধ লাইসেন্স প্রাপ্ত হোটেল মালিকরা। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে গড়ে ওঠা ধাবাগুলোতে মদের আসর বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন তাঁরা।

উত্তেজনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঘোলা থানার পুলিশ। যদিও পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়।

ওলা ই-স্কুটারের শোরুমের উদ্বোধন ব্যারাকপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশে চাহিদা বাড়ছে পরিবেশ বান্ধব গাড়ির। স্বভাবতই, নজর কাড়ছে ওলা ইলেকট্রিকের ই-স্কুটার। বুধবার ওলা ইলেকট্রিকের ই-স্কুটারের নতুন শোরুমের উদ্বোধন হল ব্যারাকপুরে। উক্ত শোরুমের পক্ষে অনির্বাণ দাস জানান, 'গত তিন বছরে সংস্থার এক মিলিয়ন গ্রাহক হয়েছে। সার্ভিস করাতে কিংবা নতুন মডেল দেখতে গ্রাহকদের দূরে যেতে হয়। সেদিকে নজর রেখেই শহরতলির ব্যারাকপুরে নতুন শোরুমের উদ্বোধন করা হল।' তাঁর কথায়, 'ই-স্কুটারের চারটি মডেলই এখান থেকে পাওয়া যাবে। তাছাড়া জানুয়ারিতে নতুন মডেলও লঞ্চ করবে। আগামীদিনে ওলা ইলেকট্রিকের ই-স্কুটার কিংবা মোটর বাইক সস্তায় পাওয়া যাবে। আগামীদিনে ব্যারাকপুর শোরুম থেকে সমস্ত ধরনের মডেলই গ্রাহকরা পাবেন।'

সম্পাদকীয়

শ্রেণীকক্ষে বেশি সময় কাটালেই কি পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় কোনও লাভ হচ্ছে, ভেবে দেখা উচিত

বিদেশে যেখানে সিমেস্টার-পিছু মোটামুটি ভাবে চারটি কোর্স এবং কোর্স-পিছু সপ্তাহে তিন ঘণ্টার 'ক্লাসরুম লেকচার' বরাদ্দ, সেখানে ভারতে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রমে পড়ুয়াদের সিমেস্টার-পিছু পাঁচটি কোর্স নেওয়া ও কোর্স-পিছু সপ্তাহে চার ঘণ্টার লেকচারে যোগদান বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ বিদেশে যেখানে প্রতি সপ্তাহে বারো ঘণ্টা, ভারতে সেখানে কুড়ি ঘণ্টার ক্লাসরুম লেকচার। অভিভাবকেরা ভাবতে পারেন হাজার হোক উচ্চশিক্ষা, কোর্স ও ক্লাসের সময় দুই-ই তো বেশি হবেই, হওয়া দরকারও। তবে বেশি সময় ধরে শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে পড়ালেই যে 'শিক্ষা' হয় না, এই কথাটিও উঠে আসছে শিক্ষামহলে। উচ্চশিক্ষা, শিক্ষণ প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছেন যাঁরা, তাঁদের মতে এতে যে খুব ভাল হবেই তা বলা যাচ্ছে না। বরং, অনেক কিছু হচ্ছে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না; থেকে যাচ্ছে এই ঝুঁকিটিও। উচ্চশিক্ষা শুধুই ক্লাসরুমে হয় না, ক্লাসের বাইরেও নানা রকম ভাবে শেখার প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। অতিরিক্ত কোর্স ও লেকচারের বাধ্যবাধকতায় পড়ুয়াদের ক্লাসরুমে বসিয়ে রাখলে ক্লাসের বাইরের জরুরি 'অ্যাকাডেমিক' কাজগুলি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা নিজে নিজে পড়া ও ভাবা, অনুসন্ধান ও গবেষণা, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির প্রয়োজনীয় সময়টুকু কমে যাবে নিঃসন্দেহে। এ দিকে শিক্ষানীতি বলে চলেছে 'কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট'-এর কথা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আগেকার 'চয়েস-বেসড ক্রেডিট সিস্টেম' (সিবিসিএস) ব্যবস্থায় তার সুযোগ ছিল বেশি, এখন অতিরিক্ত সময় ক্লাসরুমে থাকার কারণে কোর্স-প্রতি দু'টির বেশি মূল্যায়নের সময় বা সুযোগ কোনওটাই পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিক ভাবেই, মূল্যায়নের চরিত্রও যাচ্ছে বদলে, টার্ম পেপার বা গবেষণা-নিবন্ধ লেখার পরিবর্তে ছেয়ে যাচ্ছে 'মাল্টিপল চয়েস' প্রশ্নভিত্তিক মূল্যায়নের প্রবণতা। এই সবই জানা ও বোঝা দরকার অবিলম্বে আজ যা প্রবণতা, কাল তা অভ্যাসে পরিণত হওয়ার আগেই। ক্লাসরুমে বেশি সময় কাটানোয় সত্যিই উচ্চশিক্ষার কোনও লাভ হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নটি তোলা দরকার।

শব্দবাণ-১৪৩

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. দোষগুণের বিচারক ২. সমতল ৫. আকৃতি, চেহারা ৮. কমনীয়তা ৯. বেহায়া, নির্লজ্জ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মৃত ৩. শক্তিবর্ধক ওষুধ ৪. কোমর, কটিদেশ ৬. শ্রীরাধিকার শাশুড়ি ৭. গন্ডার।

সমাধান: শব্দবাণ-১৪২

পাশাপাশি: ১. গুলবদন ৪. গল্প ৫. রসুই ৭. জখম ৯. হর ১১. কিঞ্চিদধিক।

উপর-নীচ: ১. গুণাকর ২. বল ৩.নগরাজ ৬. ইয়ারকি ৮. মর্মান্তিক ১০. খেদ।

জন্মদিন

আজকের দিন

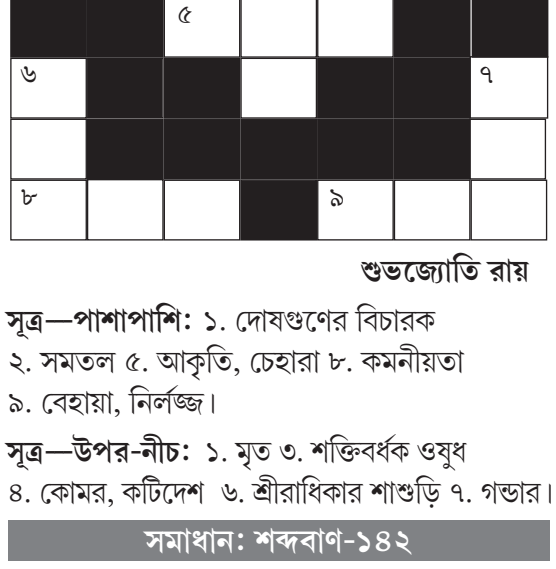

বাবা আমতে

১৯১৪ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবা আমতের জন্মদিন।
১৯২১ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সৈয়দ নুরুল হাসানের জন্মদিন।
১৯৫৪ ভারতের প্রাক্তন এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহার জন্মদিন।

যীশু পূজার বড়দিন

তন্ময় সিংহ

বড়লোকদের 'বড়ো দিন' গেল, আমাদের দিন ছোটো, আমাদের রাত কাটিতে চায় না, ক্ষিদে বলে 'নিধে!' ওঠো!

(বড়ো দিন, কাজী নজরুল ইসলাম)

ডিসেম্বরের শীত, তার সাথে পরাধীন দেশের দাসত্ব এবং মানুষের ভয়ংকর অভাব তবুও বড় দিন ছিল স্বাধীনতার আগের ভারতে। তারপর আস্তে আস্তে উন্নতি ঘটেছে মানুষের বড়দিন বড় হয়েছে এবং আজকে একটি সার্বজনীন উৎসব ভারতে। কালের সাথে ধর্ম আমাদের জীবনে ভয়ংকর প্রভাব বিস্তার করেছে, যিশুখ্রিস্টের জন্মস্থান জেরুজালেম আজ অশান্ত, তবুও সারা বিশ্বে তার জন্মদিন পালন করা হয় আলোর সাথে ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়ে, আবার সান্টা ক্লজের মাধ্যমে উপহার বিলি করে, আসলে নতুন বছর আসার আগে সারা বছরের সমস্ত দীনতা এবং মানুষের মধ্যে আগামী দিন আরো ভালো হবে এই নতুন আশার সঞ্চার করে দেয় যীশুর জন্মদিন। আমাদের বাংলাতেও শহরের পাশাপাশি গ্রামেও পাল্লা দিয়ে পালিত হয় যীশুর জন্মদিন। বো ব্যারাক কিংবা পার্ক স্ট্রিটের ক্রিসমাস ইভ নিয়ে নস্টালজিয়া কাজ করলেও, আমাদের গ্রামের যীশুর জন্মদিনও কম নস্টালজিক নয়।

বড়দিন আসলে যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিনই নয়, সমস্ত দেশ কাল জাতির একসাথে মেতে ওঠার একটা আনন্দময় দিন। বড়দিনই যে যীশুর জন্মদিন কিনা সেই নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, রোমান পন্ডিতেরা সেই সময় শীতের ক্ষুদ্রতম দিনটিতে দেবত্ব আরোপ করার জন্য বড়দিনের প্রস্তাব করেছিলেন বলে জানা যায়, আবার মাতা মেরির গর্ভধারণ ২৫ শে ডিসেম্বর হয়েছিল বলেও একপক্ষ বলে। আজ থেকে ৫০০- ৬০০ বছর আগে এই দিনটিকে যীশুর জন্মদিন হিসেবে পালন করার রেওয়াজ শুরু হয় এবং আঠারশো শতাব্দীতেও যীশুর জন্মদিন পালনের এই রমরমা ছিল না। ১৮৪৬ এ রানী ভিক্টোরিয়া প্রথম ক্রিসমাস টির নিয়ে আসেন ইংল্যান্ডের প্রাসাদে এবং আমেরিকা ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে যীশুর জন্মদিনে ছুটি দেওয়া শুরু করে। পরবর্তীকালে সান্তা ক্লজ এসে উপহার দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয় বড়দিন কে কেন্দ্র করে। চার্লস ডিকেন্স, ও হেনরি প্রমুখ সাহিত্যিকেরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে বড়দিন কে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্যালেস্টাইন আর ইসরাইলের যুদ্ধে জেরুজালেমের বিধ্বস্ত মানুষগুলো হয়তো নতুন আশা নিয়ে মেতে উঠবে এই উৎসবে, আজকের দিনে সত্যিকারের বিশ্বব্যাপী উৎসব বড়দিন। সমস্ত ধর্মীয় জাঁতাকলের উর্ধ্বে উঠে কেক আর একসাথে বনভোজনে মেতে ওঠার দিন এই বড়দিন।

আর আমাদের বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। বাঙালি জাতি স্বভাব সিদ্ধ হুজুগে। এই দুইয়ে মিলেই বড়দিন অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন হয়ে উঠেছে সারা বাংলার সার্বজনীন একটি উৎসব। কারো কাছে এই উৎসবের নাম ক্রিসমাস ইভ, কারো কাছে যীশু পূজার আবার কারো কাছে শুধুই একসাথে হৈ হুল্লোড় করে বেরিয়ে পড়ার একসাথে কেক আর ফিস্টে মেতে ওঠার একটা দিন। বড়দিন সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়েছে আমাদের বাঙালি সমাজে, স্বাধীনতার আগে যে বড়দিন কে নিয়ে অনেক ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লেখা হয়েছিল সেই বড়দিনকেই নিয়েই রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন খ্রিস্টোৎসব। আবার নতুন বছরে এসে কল্পতরু হয়েছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ। আজকের দিনে শহরে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট কেন্দ্রিক বড়দিন আর গ্রামের নদীর ধারে মেতে ওঠা চড়ুইভাতি র বড়দিনে ফারাক বিস্তর কিন্তু আনন্দ দুটি ক্ষেত্রেই অপরিসীম। সময়ের সাথে বিশেষত মোবাইল আসার পর আমরা আরো বেশি সংকীর্ণ হয়েছি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। তবুও বছরের যে কয়েকটা দিন আমরা একসাথে, অন্যকে সাথে নিয়ে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে, অনেকটা প্রথম স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দেও মেতে উঠি সেই দিনটিই বড় দিন।

আমাদের গ্রাম বাংলার বড়দিন বড় স্মৃতি মেদুর। আসলে সারা বছর মুখিয়ে থাকা ওই একটা দিনের জন্য। যেদিন আমরা সবাই একসাথে কোন নদীর ধারে কিংবা বনের মধ্যে মেতে উঠবো বনভোজনে। সান্টা ক্লজ কি জানতাম না, আমরা শুধু জানতাম ওই দিনটা কেক খাওয়ার দিন। কখনো বাপুজি কেক, কখনো পেস্ট্রি আবার কখনো বা বেকারির কেক বাজেট অনুযায়ী বরাদ্দ থাকতো আমাদের জন্য। নদীর ধারের বালি খুঁড়লেই পাওয়া যেত জল। সে জল আমাদের কাছে বিশুদ্ধ ঝর্ণার জল। শীতকালের ছোট নদী, অল্প জল ,বালি তখনও মহার্ঘ হয়ে যায়নি আমরা নদীর পাড়ে বসে রান্না শুরু করতাম সকালবেলা। একটা কেক খাওয়ার আনন্দে খিদে পেতো না আর। রান্না হওয়ার পর সকলে মিলে নদীতে স্নান তারপর সূর্য যখন প্রায় পশ্চিম দিকে ঢলতে শুরু করে তখন মাংসের ঝোল আর ভাত। খাবার পর নতুন গুড়ের ঘ্রান নিয়ে আসতো এক পিস নলেন গুড়ের রসগোল্লা। আসলে আনন্দটা ছিলো সবচেয়ে বেশি, সকলে এক হয়ে একটা দিন কাটানোর সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল আমাদের এই যীশু পূজা। বড়দিনে এই প্রথম বাড়ি থেকে বেরিয়ে একলা থাকার সৌভাগ্য হয়েছে ছোটবেলায়।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে বেড়েছে স্বাধীনতা। অভিভাবক এর জায়গা নিয়েছে কোচিং সেন্টারের মাস্টারেরা। বেকারত্বের জ্বালাতে কোচিং করতে আসা মাস্টারেরা জীবনে জায়গা নিয়েছে দাদার। বাড়ির সামনের নদীর থেকে পথ চলে গেছে সামনাসামনি কোন ট্যুরিস্ট স্পটে। দু চারদিন আগের থেকে তোড়জোড় এই সময়ের যীশু পূজার। সমবয়সী বন্ধু বান্ধবীরা একসাথে এই প্রথম স্বাধীনভাবে বেড়াতে যাওয়া। প্রথম সিগারেটের ধোঁয়া ও অভিভাবকসম দাদার অভিজ্ঞ চোখে গন্ধে মালুম হয়ে যাওয়া এবং বাড়িতে না জানানোর অনুরোধ ও এক বুক টেনশন নিয়ে বাড়ি ফেরা এই বড়দিনেই। আবার কখনো প্রথম চুমুর আবেশে বিজয় চিৎকার করে ওঠা ক্ষুণ্ণযীশু মাই কি জয় বলেক্ষু । সময়ের সাথে সাথে কিছু পরিবর্তন হলেও মোটামুটি এই ছিল তখন আমাদের বড়দিন।

তারপর সময়ের সাথে সাথে আমরা আধুনিক হয়েছি ওই জঙ্গল গুলিতে কিংবা নদীর ধারে এসেছে বড় বড় ডিজে বাজনা আর তার সাথে উদ্দাম নাচ অনেকটা দ্রব্যগুনে। আস্তে আস্তে কমে গেছে নিজেদের পরিসর, যীশু পূজার আনন্দে বেদখল হয়েছে একদিনের স্বাধীনতা। পাড়ার দাদাদের কুৎসিত ইঙ্গিত, অকারনে ঝামেলায় জড়িয়ে ধরা, সংকুচিত করেছে বড়দিনের পরিসর। তারপর সময়ের সাথে সাথে এসেছে মোবাইল ফোন, একসাথে মিলে মিশে আনন্দ করার রেওয়াজ গেছে ওঠে। বড়দিনে বেকারির কেকের জায়গায় এসেছে ডিজাইনার কেকের দোকান। ট্যুর এসে আমাদের গ্রামের নদীর ধারে কিংবা জঙ্গলে একসাথে সারাদিন কাটানোর বড়দিন পরিবর্তন করে হয়ে গিয়েছে ক্রিসমাসে। গ্রামের নদীর বালি খুঁড়ে ঝরনার জল আর বিশুদ্ধ নয় আমাদের কাছে । কাঠ গুড়িয়ে নিজেদের রান্না করা বদলে গেছে গ্যাসের উনুনে ও রান্নী তে। বড়দিন আর পয়লা জানুয়ারির বদলে গিয়েছে ক্রিসমাস ইভ আর নিউ ইয়ার সেলিব্রেশনে। তবু নস্টালজিয়া জড়িয়ে থাকে বড়দিনের পরতে পরতে, বেঁচে থাকুক সমস্ত মানুষের মধ্যে চালু থাকা এই যীশু পূজার উৎসব।

বাংলাদেশ দেশ নয়, দ্বেষ

সুবল সরদার

একটা দেশের একটা পিতা হয়। একাধিক পিতা হয় না। যদি হয়, সে জারজ পুত্র। বাংলাদেশ এখন জারজ পুত্র হতে চাইছে। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা বলে মনে করে না। তারা মুক্তি যুদ্ধ মানে না। তারা প্রতিদিন যুদ্ধ করে প্রতিদিন স্বাধীন হতে চায়। এখন বাংলাদেশ দেশ নয়, দ্বেষ,ভারত বিদ্বেষে ভরা। সে তার জন্ম দাত্রী বাংলাদেশকে ভুলে যায়। বাংলাদেশকে জন্ম দিল ভারত। সে তার ধাত্রী মাতা ভারতকে ভুলে যায় । যে জাতির অতীত নেই,তার কখনো ভবিষ্যৎ থাকে? এতো তিক্ত, কুরুচিপূর্ণ, গরম বক্তৃতা দিচ্ছে তদারকি সরকারের উপদেষ্টাগণ যা সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। তাদের কোনো প্লাটফর্ম নেই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে যা খুশি তাই বকে যাচ্ছে। আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে বিদেশ মন্ত্রী কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন 'ব্যাড এলিমেন্ট' বলে। বিহার রাজ্যের বিধান সভা থেকে ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিধান সভা থেকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাদের ভাষায় তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। এ বঙ্গ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর সবাই সোচ্চার প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। প্রতিবাদী হয়ে ওঠেনি কারা? প্রগতিশীল বলে যারা দাবি করে সেই বামপন্থীরা, যারা সেদেশ থেকে ইজ্জত খুইয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। বাম নেতা প্রশান্ত সুরের বাবাকে প্রশান্ত সুরের সামনে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। জ্যোতি বসু,সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গাঙ্গুলি সেদিন এঁরা সবাই শরণার্থী শিবিরে নাম লিখিয়েছিলেন। বাম নেতা শতরূপ ঘোষ টিভির সামনে যাঁর মুখে খই ফোটে, কোটিপতি বাপের ব্যাটা, বাইশ লক্ষ টাকার গাড়ি চড়ে বেড়ান, এখন মুখে সেলো টেপ কেন? দীপ্তিতার নাচ, গান কোথায়! কোথায় যাদবপুরী, আজ সন্ধ্যায় হোক কলরব হবে? সবাই স্তব্ধ কেন? ভয়ে গুহায় লুকিয়ে পড়েছেন। এই বাম ইসলামিক দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক, ক্যান্সারের মতো। অন্যদিকে কংগ্রেসের যুবরাজ তিন লাখ টাকার জুতো পরে জনসেবা করে বেড়াচ্ছেন। তিনি সন্ন্যাসী রাজা সেজেছেন। তাঁর মনে রাখা দরকার সন্ন্যাসী সাজা যায়, সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিবাদের ভাষা কোথায়? সংসদে মারপিট না করে দেশের জনগণের প্রতি, সনাতনীদের রক্ষার জন্যে হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন? কিসের ভয়? ভোটে হারার ভয়? কংগ্রেসের খ্রিস্টান নেত্রী প্রিয়ঙ্কা বঢ়রা সংসদে ঢুকছেন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে, ব্যাগের গায়ে লেখা আছে ফিলিস্তিনি। তারপর দিন তিনি সংসদে ঢুকছেন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে সেই ব্যাগে লেখা খ্রিস্টান মাইনরিটি। পাঠক সমাজ কি বুঝলেন? বাংলাদেশে সনাতনীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে তার প্রতিবাদ কোথায়? তিনি এদেশে বসে ভোটের অঙ্ক মেলাচ্ছেন। এদেশের মুসলমান নেতারা যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন, মিলনের গান গান, বাংলাদেশ নিয়ে তাঁদের প্রতিবাদ কোথায়?

বাংলাদেশ এমন নৈরাজ্যের মধ্যে আরাকান আর্মি চট্টগ্রাম দখলে নেয় । এখন তারা সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দিকে এগোচ্ছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের আক্রমণের জন্যে তাই তারা আক্রামত্মক হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। আমাদের কাছে সুসময় । সনাতনী হিন্দুদেরও একজোট হওয়া দরকার এবং আরাকান আর্মিদের মতো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুক। সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানরা একজোট হয়ে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করুক কারণ সেখানে তারাও আজ মরনাপন্ন। তিন মিলিত জোট একসাথে যুদ্ধ করুক । তারা যুদ্ধ চাইছে। তাই যুদ্ধ দিয়ে তাদের শায়েস্তা করা দরকার।

যুদ্ধ কি? 'আর্মস এন্ড দ্যা ম্যান ',নাটকে নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ বলেছেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে পক্ষ শক্তিশালী হয় সে দুর্বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর যে পক্ষ দুর্বল হয় সে পালিয়ে যায় । এই হচ্ছে যুদ্ধের সারবস্তু। এতে অকারণে রক্ত ক্ষয় ছাড়া গরিমার কিছু নেই। অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে। দুর্বলকে সবল করে দিতে পারে আবার সবলকে দুর্বল করে দিতে পারে। মহাভারতের যুদ্ধে পঞ্চ পান্ডবদের পক্ষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অন্যদিকে কৌরবদের পক্ষে ভীষ্ম,কর্ণ, দ্রোণাচার্য থেকে রথী মহারথী সবাই ছিলেন। কিন্তু পরিণতি কি হয়েছিল সবার জানা। তাই যুদ্ধ মানে শুধু মৃত্যু আর হাহাকার। যুদ্ধ মানে সভ্য সমাজের লজ্জা। বাংলাদেশ এই অশান্তি নৈরাজ্যের জন্যে তদারকি সরকারের প্রধান ইউনূসের সঙ্গে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন সমান ভাবে দায়ী থাকবে। ইউনূসের মতো তাঁর গায়েও রক্তের দাগ লাগে। ইতিহাস তাঁদেরকে কখনো ক্ষমা করবে না। তাই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে গণহত্যার দায়ে বিচার করা দরকার। সেই সমস্ত ধর্ম প্রাণ মুসলমান জনগণকে শ্রদ্ধা জানাই যাঁরা এই উগ্র জামাতীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছেন, লড়াই করেছেন। ধর্ম কেন মানবতা বিরোধী হবে বুঝতে পারছি না! ধর্মের নামে মানুষ খুন এটা কি ইসলামের পরিপন্থী নয়? মানুষ খুন যদি ধর্মের নামে হয় সে ধর্ম কি সত্যি ধর্ম বলে কেউ মানবেন? বাংলাদেশ পাকিস্তানের মতো এখন জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, বেদের দেশ চৈতন্যদেবের দেশ, বিবেকানন্দের দেশ; তার গর্বিত, অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রতি মূহুর্তে ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় । সে কখনোই যুদ্ধ করতে চায় না। সে কখনও এমন যুদ্ধের ইতিহাস সৃষ্টি করবে না। বেদে বলেছ 'বসুধৈবঃ কটুম্ব কম্।' সারা বিশ্ব আমাদের আত্মীয়। ভারত থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা নিক।

বড়দিনে জমজমাট হুগলির গঙ্গা তীরবর্তী তিন শহর শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও ব্যান্ডেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বড়দিনের উৎসবের মেজাজে সেজে উঠেছে হুগলি জেলার গঙ্গা পারের ৩ শহর। একদিকে ডেনিস নগরী শ্রীরামপুর হয়ে উঠেছে যেন দ্বিতীয় পার্ক স্ট্রিট। উৎসবের আলোয় মোড়া হয়েছে গোটা শহরকে। অন্যদিকে প্রতিবছরের মতো এই বছরেও বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে পর্তুগিজ ব্যাসলিকা ব্যান্ডেল চার্চকে। উৎসবের আনন্দতে বাদ পড়েনি ফরাসিডাঙাও। চন্দননগরের সেক্রেট হার্ট চার্চ চত্বরও উৎসবের আলোর ছোঁয়া।

বড়দিনে একেবারে জমজমাট হুগলির গঙ্গা তীরবর্তী তিন শহর শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও ব্যান্ডেল। ক্রিসমাস ইভ থেকেই সেখানে নেমেছে মানুষের ঢল। রাত বারোটার সময় মিড নাইট মাস আয়োজন হয়েছিল তিন- চার্চেই। মানুষের ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য ২৫ ডিসেম্বর সকাল থেকে বন্ধ রাখা হয় ব্যান্ডেল চার্চের গর্ভ গৃহ। তবে দর্শনার্থীরা চার্চের সামনে পর্যন্ত আসতে পারেন। সেখানে যীশুর জন্মবৃত্তান্ত দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা দেখে উপভোগ করতে পারেন। ব্যান্ডেল চার্চের সামনে তৈরি করা হয়েছে, এটি গোশালা ঠিক যেভাবে মাদার মেরি কোলে যীশুর জন্ম হয়েছিল সেই কাহিনি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেই সাজানোর মধ্যে দিয়ে।

অন্যদিকে, উৎসবের মজা এবার দ্বিগুণ হচ্ছে হুগলির শ্রীরামপুরে। সেখানে পার্কস্ট্রিটের মতো করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা শ্রীরামপুর চত্বর। মূলত, হেরিটেজ এবং ট্যুরিজম উৎসব পালন করছে বর্ষ শেষের শ্রীরামপুর। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় জমছে অগণিত মানুষের ভিড়।

২৫ ডিসেম্বর থাকছে সেখানে বিশেষ আকর্ষণ। সেন্ট আলাভ চার্চের সামনে তৈরি করা হয়েছে এক বিশাল মঞ্চ। এই মঞ্চে প্রতিদিন চলছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বড়দিনের দিনে বিশেষ আকর্ষণ ছিল সেখানে বিশিষ্ট গায়িকা ইমন চক্রবর্তীর গান। শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে শ্রীরামপুর কোর্ট পেরিয়ে চার্চ পর্যন্ত গোটা রাস্তাকে মুড়ে ফেলা হয়েছে আলোর মোড়কে।

আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা, বেতন না পাওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। বেতন না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। যার জেরে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, মঙ্গলবার বেতন মিটিয়ে দেওয়ার কথা বললেও সেই টাকা ঢোকেনি অ্যাকাউন্টে। তাই বড়দিনের দিনই নামলেন ময়দানে। পুরসভার কাছেই পিপুলপাতি পাঁচমাথা মোড়ে ফের অবরোধ শুরু করে তাঁরা।

এদিকে, অস্থায়ী কর্মীরা কাজ শুরু না করার খবর বিধায়ক অসিত মজুমদারের কাছে। তিনি পিপুলপাতিতে পৌঁছন। অস্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর বিধায়ক বলেন, 'ব্যাঙ্কের সার্ভারে সমস্যা থাকায় টাকা ঢোকেনি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে।' এই আশ্বাস মেলার পরই উঠে যায় বিক্ষোভ। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দু'মাস ধরে টাকা পাননি পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। এরপর বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন কোটি টাকা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তা দিয়েই চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের দু'মাসের বেতন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। একই সঙ্গে এও বলেছিলেন, রাজ্য সরকার এই টাকা অগ্রিম হিসেবে দিয়েছে। পরে তা শোধ করতে হবে। পাশাপাশি ডিসেম্বর মাসের বেতন দেওয়া হবে জানুয়ারি মাসে। কিন্তু তারপরও বেতন না মেলায় এই ঘটনা।

রবীন্দ্রপল্লিতে জোড়াখুনের ঘটনার তদন্তে সিআইডির দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের রবীন্দ্রপল্লিতে জোড়াখুনের ঘটনার তদন্তের জন্য বুধবার ঘটনাস্থলে আসে সিআইডির দুই সদস্যের একটি দল। তাদের সঙ্গে ছিল অত্যাধুনিক ক্যামেরা। সিআইডির প্রতিনিধিরা ওই বাড়ির ভিতরে এবং বাড়ির বাইরে থেকে চারপাশের ছবি তোলেন। জানা গিয়েছে, ভাতার থানার পুলিশ সিআইডির কাছে আবেদন জানানোর পর ওই ক্যামেরা সহ দু'জন প্রতিনিধিকে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে ছিলেন বর্ধমানের সিআই (এ) শৈলেন্দ্র উপাধ্যায়, ভাতারের ওসি বুদ্ধদেব ঢুলি এবং তদন্তকারী আধিকারিক। দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘটনাস্থল এবং আশপাশে ভিডিও ছবি তোলা হয়। গত ১৮ ডিসেম্বর ভাতার বাজারে রবীন্দ্রপল্লিতে ঘর থেকে অভিজিৎ যশ ও তার স্ত্রী ছবিরানি যশের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ওই ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

কর্মরত অবস্থায় ইসিএল কর্মীর মৃত্যু

উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ কোলিয়ারি চত্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: প্রত্যেকদিনের মতো বুধবারও নিজের কাজে যোগ দিয়েছিলেন ইসিএল কর্মী বিজয় বাহাদুর চামার (৫০)। তিনি অন্ডালের কাজোড়া এলাকার ইসিএল আবাসনে থাকতেন বলে জানা যায়। বুধবার অন্ডালের সেন্ট্রাল কাজোড়া কোলিয়ারিতে কর্মরত অবস্থায় কয়লা বোঝাই ডাম্পারের চাকার তলায় পড়ে মৃত্যু হয় তার। ঘটনাটি ঘটে বুধবার বেলা ১১টা নাগাদ বলেই প্রাথমিকভাবে জানা যায়। শ্রমিকের এভাবে মৃত্যুতে কোলিয়ারির অন্যান্য শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনের লোকেরা মৃত শ্রমিকের পরিবারের একজনের চাকরি এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ সামিল হয়। ঘটনায় কোলিয়ারির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় বেশ কিছুক্ষণ। উল্লেখ্য, বুধবার নিজের কাজে যোগ দেওয়ার পর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কোলিয়ারির সাইডিং এলাকার দিকে যান খনি কর্মী বিজয় বাহাদুর। সেই মুহূর্তে কোলিয়ারির সাইডিংয়ে কয়লা আনলোড করতে আসা একটি ডাম্পারের চাকার তলায় পড়ে গিয়ে এই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার বলে জানা যায়। কোলিয়ারি শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে খনি আধিকারিকরা বৈঠকের পর মৃত খনি কর্মীর পরিবারের একজনের চাকরি এবং কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

মাছ চাষের জন্য ব্লকে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: যদি তোমার কাছে দুটো পুকুর থাকে তাহলে তোমায় চাকরির খোঁজ করতে হবে না, ঘরে বসে ১৫,০০০ টাকা আসবে, শুধু মাছ চাষটা করতে জানতে হবে। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বাশদহ বিলের পাড়ে খাল বিল চুনো মাছ, পিঠে পুলি ও প্রাণী পালন উৎসব উপলক্ষে বুধবার হাজির হয়ে এমনই জানান মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, মাছ চাষের জন্য বিভিন্ন ব্লকের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিগত ২৪ বছর ধরে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে, খাল বিলের হারিয়ে যাওয়া চুনো মাছকে বাঁচাতে এই মেলার আয়োজন করেছিলেন মন্ত্রী। এই বছর ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা। উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য বিভিন্ন রকমের চুনো মাছের পদ রান্না করে তাদের খাওয়ানোরও ব্যবস্থা করেন মন্ত্রী। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের কথায়, এলাকার হারিয়ে যাওয়া চুনো মাছকে বাঁচাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উৎসব উপলক্ষে একটি তার স্বরচিত কবিতাও লিখে পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি মজে যাওয়া জলাশয়কে সংস্কার করে, স্থানীয় মৎস্যজীবীদের মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন জেলা শাসক আয়েশা রানি এ, পুলিশ সুপার সায়ক দাস, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী সহ বিশিষ্টজনেরা।

সান্তা সেজে শিশুদের উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ২৫ ডিসেম্বর বড় দিন অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষদের কাছে এই দিনটি তাদের কাছে বড় উৎসব। প্রাচীন কাল থেকেই ছোট ছোট শিশুরা গল্পের বইয়ে পড়েছে যে, এই বিশেষ দিনে চুপিসারে সান্তা আসেন তাদের বাড়িতে উপহার নিয়ে। তবে বাস্তবে উপহার নিয়ে সান্তার দর্শন মেলেনা কখনও। বুধবার সেই রকমই এক সান্তার দেখা মেলে পানাগড় বাজারে। এদিন সকাল থেকেই শহরের আনাচে কানাচে উপহারের ঝুলি নিয়ে সান্তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। আর সান্তাকে কাছ থেকে দেখতে পেয়ে ও তার কাছ থেকে উপহার পেয়ে খুশি কচিকাঁচারা।

পানাগড় বাজারের বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী সঞ্জয় ব্যানার্জি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ছোট ছোট শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে শান্তা সেজে শহরের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেরান ও সকল শিশুদের হাতে চকলেট দিয়ে তাঁদের মুখে হাসি ফোটান।

সঞ্জয়বাবু জানিয়েছেন, সান্তাক্লজ কি, তা ছোট ছোট শিশুরা অনেকেই ছবিতে বা টিভিতে কার্টুনে দেখেছে। কিন্তু তা কখনোই চোখে দেখেনি। সেই সমস্ত শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতেই গত কয়েক বছর ধরে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েই সান্তা সেজে আসছেন ও ছোট ছোট শিশুদের হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন।

পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহর মন্দিরময়। আর এই কালনা শহরেই ট্যুরিজম সার্কিট তৈরির বিষয়ে আগ্রহী পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক আয়েশা রানি এ। কোন কোন বিষয়গুলিকে নিয়ে এই কাজ করা

যাবে তারই পরিদর্শনে এদিন কালনার ঐতিহ্যপূর্ণ ১০৮ শিব মন্দির, টেরাকোটার কাজ বিশিষ্ট প্রতাপেশ্বর মন্দির, লালজী মন্দির সহ রাজবাড়ির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন মন্দিরগুলি এদিন পরিদর্শন করেন তিনি। পাশাপাশি স্থানীয় এলাকার তাঁত শিল্পীদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানার পাশাপাশি আগামী দিনে কিভাবে অনলাইন মার্কেটিং করে তারা তাঁতের ব্যবসা চালিয়ে যাবেন সেই বিষয় নিয়েও তাঁতিদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এদিনের এই পরিদর্শনে হাজির ছিলেন কালনার মহকুমা শাসক শুভম আগরওয়াল, কালনা পুরসভার উপ পুরপতি তপন পড়েল, শিক্ষারত্নপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস কুমার কার্পা সহ বিশিষ্টজনেরা।

বড়দিনে জমজমাট মেদিনীপুরের পিকনিক স্পটগুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বড়দিনের আমেজের সঙ্গে মেঘলা আবহাওয়ার মিশেলে বুধবার জমজমাট হয়ে ওঠে মেদিনীপুর শহরের পিকনিক স্পটগুলি। শহর সহ সংলগ্ন কংসাবতী নদীর এলাকা, বাস ব্রিজ, রেল ব্রিজ, গোপগড় ইকোপার্ক, ডিএভি স্কুল ঘাট, ক্ষুদিরাম পার্ক সহ বিভিন্ন স্পটগুলিতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। নিজেদের মতো করে তারা সবাই আনন্দে মেতে ওঠেন। যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সমস্ত জায়গাতেই ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি। রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের পাশাপাশি রেল পুলিশও নজরদারি চালিয়েছে। বড়দিন উপলক্ষে মেদিনীপুর শহরে চার্চগুলি আলোয় আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী কৃষ্ণধন পোড়েল পিতা ৺সত্যচরণ পোড়েল, সাকিম খেজুরিয়া, পোঃ ও থানা হরিপাল, জেলা হুগলী বিগত ইং ২৯/০১/২০২৪ তারিখে হরিপাল এ.ডি.এস.আর. অফিসে ৩৫৫ নং আমমোক্তার দলিল মুলে **নেপাল পোড়েল** মহাশয়কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা বলে যার তাপশিল জেলা হুগলী, মৌজা খেজুরিয়া, জে, এল নং ৫৭, L.R. খতিয়ান নং ৪০৫, L.R দাগ নং ৩১, ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমান ৩.৪২ শতক বা ২ কাঠা আমাকে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**অসিত বাগ**
পিতা গোপাল চন্দ্র বাগ
জামাইবাটী, ব্রাহ্মণ পাড়া, হরিপাল, হুগলী।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ১০২ ধারা অধীন)
শ্রী অর্পিত ধনধনিয়া, ব্যক্তিগত জামিনদাতা মেসার্স বালি এক্সপোর্টস লি.-
বিনিয়োগকারীগণের দাবি সম্বলিত নোটিশ আহ্বান করা হচ্ছে

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ঋণগ্রহীতা/ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	অর্পিত ধনধনিয়া
২.	ঋণগ্রহীতার ঠিকানা	৭ডি, বালি হাই, ১ বালিগঞ্জ পার্ক রোড সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৯
৩.	এনসিএলটি অর্ডারের বিস্তারিত	C.P (IB) No. 189/KB/2024 I.A. (IBC) No. 1629/KB/2024 তারিখ : ২০.১২.২০২৪
৪.	ঋণগ্রহীতার ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	অর্ডার ঘোষিত ২০ ডিসেম্বর ২০২৪
৫.	ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়া বন্ধের তারিখ	১৮ জুন ২০২৫
৬.	প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নীরজ কেজরিওয়াল রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00392/2017-2018/10710
৭.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	পি-১৭৮, সিআইটি স্কিম VI-M, ৪র্থ তল, ফুলবাগান, কলকাতা-৭০০০৫৪, পশ্চিমবঙ্গ **nkejriwal.ip@gmail.com**
৮.	প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	পি-১৭৮, সিআইটি স্কিম VI-M, ৪র্থ তল, ফুলবাগান, কলকাতা-৭০০০৫৪, পশ্চিমবঙ্গ **arpitdhandhaniairp@gmail.com**
৯.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	১৬ জানুয়ারি ২০২৫
১০	সংশ্লিষ্ট ফর্ম পাওয়া যাবে :	(ক) Weblink : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিয়েছে অর্পিত ধনধনিয়া-এর ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস শুরুর তারিখ ২০.১২.২০২৪।

অর্পিত ধনধনিয়া-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৬.০১.২০২৫ তারিখের মধ্যে দফা নং ৮ এ প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানায় দাখিল করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা হাতে হাতে বা ক্যুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

নীরজ কেজরিওয়াল
প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P00392/2017-2018/10710

তারিখ : ২৬.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ

হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15490UP2014PTC065749
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩
ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১

কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ চালু সংস্থা বা চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : ৯ জানুয়ারি ২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে চালু সংস্থা হিসেবে একলপ্তে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-

কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।

কোম্পানির সম্পদ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রতিটির ক্ষেত্রে) মাধ্যমে।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
১	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি, জমি ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১২১, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে একলপ্তে সম্পাদিত হবে।	৭,২৫,০০,০০০ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ১২.০১.২০২৫ থেকে ১৮.০১.২০২৫ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)

১. আগ্রহী আবেদনকারীগণকে অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, ডাকদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি আবশ্যক ইত্যাদি সম্বলিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদির সম্পূর্ণ নথি যা পাওয়া যাবে **https://www.nesl.co.in** এবং **https://hansrajagrofresh.com** থেকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।
২. লিকুইডেটরের অধিকার রয়েছে যেকোনও সময়ে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের বা ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাদি সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের। তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩. সংরক্ষিত মূল্যের সঙ্গেই সকল প্রযোজ্য কর এবং ডিউটি ব্যতীত এবং সফল ডাকদাতাকে প্রযোজ্য সকল কর এবং ডিউটি প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কোনও অবস্থাতেই প্রযোজ্য হারে কোনও কর(সমূহ) কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৪. নথি দাখিলের শেষ তারিখ **২৭.০১.২০২৫ এবং ই-নিলাম সম্পাদিত হবে ৩০.০১.২০২৫ তারিখে বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত।**

স্বা/-
দেব ব্রত রানা
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২৫৬৭/২০২১-২০২২/১৩৯৩৬
এএফএ বৈধতা ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি হরি সিং মার্কেট, হরদ্বোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
ইমেল : cirp.hapl@gmail.com **মোবাইল :** ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩

তারিখ : ২৬.১২.২০২৪
স্থান : রুরকি

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN L92419WB1989PLC046487
রেজিঃ অফিস-'ঝিল মিল', সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬
দুরভাষ-: (০৩৩) ৬৬২৮৫৫২৮/৫৫১৮
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com, ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

পোস্টাল ব্যালট ইনটিমেশন

কোম্পানি ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ বুধবার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) -এর মাধ্যমে ইমেলের দ্বারা পোস্টাল ব্যালট নোটিস পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে, সদস্যদেরকে ই-ভোট দেওয়ার জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ, যারা তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করেছেন ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) বা কোম্পানির সাথে; শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ১৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিসে উল্লিখিত পদ্ধতিতে রেজোলিউশনের জন্য কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার জন্য। যেসব শেয়ারহোল্ডারদের ইমেল আইডি ডিপোজিটরির সাথে নিবন্ধিত নয়, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের (ডিপি) সাথে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করতে এবং ক্লায়েন্ট মাস্টারের একটি স্ক্যান কপি **rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.net, rahul@niccoparks.com** বা **ankit@niccoparks.com** -এ পাঠাতে। এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা রেজোলিউশনের জন্য ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করার জন্য।

এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ১১০ এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২২ এবং ২০ অনুসারে, পোস্টাল ব্যালট নোটিসের ফিজিক্যাল কপিগুলি সদস্যদের সার্কুলেট করা হবে না। যাইহোক, এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ কোম্পানির সদস্য সকল ব্যক্তিরা (যে সদস্যরা কোম্পানির সাথে বা ডিপোজিটরির সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন না করার কারণে এই বিজ্ঞপ্তিটি পাননি তাদের সহ) এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনের বিষয়ে ভোট দেওয়ার অধিকারী।

বিস্তারিত ই-ভোটিং নির্দেশাবলী নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :-
(ক) রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়: শুক্রবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০টা (আইএসটি)।
(খ) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়: শনিবার, ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৫.০০টা (আইএসটি)।
(গ) কাট-অফ তারিখ: শুক্রবার, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪
(ঘ) সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ -এ তাদের হাতে থাকা ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যার অনুপাতে হবে।
(ঙ) ইলেকট্রনিক মোডে রিমোট ই-ভোটিং ২৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০টা এর বাইরে অনুমোদিত হবে না। পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এনএসডিএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে।

যে সকল সদস্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা **rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.net, rahul@niccoparks.com** বা **ankit@niccoparks.com** -এ একটি ইমেল পাঠিয়ে এটি পেতে পারেন। কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.niccoparks.com** থেকেও এটি ডাউনলোড করা যাবে। অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে আমাদের সমস্ত সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করুন যারা এই বিষয়ের উপর অন্য কোনভাবে যোগাযোগ করতে পারেননি এবং প্রস্তাবিত রিমোট ই-ভোটিংয়ে অংশ নিতে চান।

কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে হোল- টাইম- প্রাকটিস কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী পি.ভি. সুব্রামানিয়ান (সি.পি.নং.: ২০৭৭ এবং এসিএস: ৪৫৮৫) -কে নিযুক্ত করেছে।

চেয়ারপারসন বা চেয়ারপারসন কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করবেন। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে হোস্ট করা হবে এবং কোম্পানির শেয়ারগুলি যেখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সেই এক্সচেঞ্জগুলিকেও জানানো হবে এবং তাদের নিজ নিজ ওয়েবসাইটে যেমন **www.bseindia.com** -তে উপলব্ধ করা হবে।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং **www.evoting.nsdl.com** -এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা কল করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা ইমেইলে একটি অনুরোধ পাঠান- **evoting.nsdl.co.in**।

বোর্ডের আদেশক্রমে
নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসোর্টস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
আইসিএসআই সদস্যপদ নং: ২০৭১৪

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫.১২.২০২৪

CORRIGENDUM

YUMMZ FOODS PRIVATE LIMITED
(UNDER LIQUIDATION)
(Company in liquidation process vide Hon'ble NCLT order dated 18/09/2024)
Regd. Office.: Village & PO KHAMARSHIMULIA, KRISHNAGAR, West Bengal, 741121,
(CIN: U15410WB2012PTC177072)

With reference to the advertisement published in this newspaper on **24th December, 2024** regarding Sale Notice in accordance with clause (e) of regulation 32, or sale as set of assets collectively in accordance with clause (c) of regulation 32, regulation 32A sub-regulation (1) of regulation 33 and Schedule I of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016through e-auction platform https://www.eauctions.co.in.

The column "Bid Incremental Value" should be read as Rs. 5.00 Lakhs (Rupees Five Lakhs)".

All the other particulars remain unchanged.Inconvenience is regretted.

Sd/-
Sanjeev Jhunjhunwala
IBBI Regn. No: IBBI/IPA-001/IP- P00325/2017-18/10595
AFA Valid till: 30/06/2025
Correspondence mail id: cirp.yummzfoods@gmail.com
Siddha Weston, Suite no 134, 1st Floor, 9 Weston Street, Kolkata 700013
Contact No - 033-40056681

Date: 25/12/2024
Place: Kolkata

KULAKASH SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.

Regd. No.-31 • Dated: 02/03/1964
Vill.-KHURIGACHI, P.O.-DILAKASH, Dist.-HOOGHLY
Email Id : kulakashskus@gmail.com

Ref. No. A-20/24-25 — Date: 24.12.2024

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অত্র সমিতির সদস্যগণকে জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য আগামী ইং ১৯/০১/২০২৫ তারিখ রবিবার (বাংলা ৫ই মাঘ ১৪৩১) ভোট গ্রহণ করা হইবে। নির্বাচন ক্ষেত্র ও পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যার তালিকা বিজ্ঞাপ্তির সহিত দেওয়া হইল। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১। তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং সমবায় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ-এর প্রনিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হইবে। নির্বাচনী নির্ঘন্ট বিজ্ঞপ্তির সহিত সংযোজিত হইল। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া ভোটদানের জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। ধন্যবাদান্তে-

ইন্দ্রনীল মোহান্ত
সমবায় পরিদর্শক
জাঙ্গিপাড়া ব্লক

স্থান-কুলাকাশ
তাং-২০.১২.২০২৪

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচক	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম
১	সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ভুক্ত সদস্য ও সদস্যাগণ	সাধারণ - ৯জন মহিলা সংরক্ষিত- ২জন তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি সংরক্ষিত- ১জন	কুলাকাশ প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ-
১। নির্বাচনের প্রার্থী হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এবং নিয়মাবলী ২০১১ মোতাবেক যোগ্যতাবলী থাকিতে হইবে।
২। প্রার্থী প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থক-এর নাম ভোটার তালিকায় থাকিতে হইবে।
৩। ভোটারকে তাহার পরিচয় প্রমাণ করিবার জন্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত প্রমাণ পত্র ভোটদানের জন্য প্রয়োজনে দেখাইতে হইবে। সমিতির কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (ছবিযুক্ত) গ্রাহ্য।
৪। ভোটারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট সরঞ্জাম দিয়াই ভোটপত্রে ভোট দিতে হইবে।
৫। প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র গ্রহণ, জমা দেওয়া, পরীক্ষা ইত্যাদি প্রার্থী কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নির্বাচনী এজেন্ট করিতে পারিবেন। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগের নির্দিষ্ট ফরম সমিতি হইতে পাওয়া যাইবে।
৬। কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন, পঃ বঃ -এর প্রনিয়ম ইলেকশন এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৭। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার/অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার -এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।
৮। ভোটার সর্বাধিক তার নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি সংখ্যার সমান ভোট দিতে পারবেন।

স্বাক্ষর — দিবাকর বিশ্বাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, কুলাকাশ কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
স্বাক্ষর — ইন্দ্রনীল মোহান্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, কুলাকাশ কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ক্রঃ সঃ	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৬/১১/২০২৪	বৈকাল ৪টা	সমিতির অফিসগৃহ
২	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র বিলি	০৬/০১/২০২৫ হইতে ০৭/০১/২০২৫	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৩	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা	০৬/০১/২০২৫ হইতে ০৭/০১/২০২৫	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৪	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	০৯/০১/২০২৫	দুপুর ২টা হইতে	সমিতির অফিসগৃহ
৫	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	০৯/০১/২০২৫	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর	সমিতির অফিসগৃহ
৬	মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	১০/০১/২০২৫	দুপুর ৩টার পূর্বে	সমিতির অফিসগৃহ
৭	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১০/০১/২০২৫	দুপুর ৩টার পরে	সমিতির অফিসগৃহ
৮	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন	১৯/০১/২০২৫	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
৯	ভোট গণনা/ফলপ্রকাশ	১৯/০১/২০২৫	নির্বাচনের অবহিত পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে

স্বাক্ষর — দিবাকর বিশ্বাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, কুলাকাশ কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
স্বাক্ষর — ইন্দ্রনীল মোহান্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, কুলাকাশ কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ভুরকুল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি নং-৪৭ :: তাং-২৫.০৬.১৯৫৮
গ্রাম : ভুরকুল, পোস্ট- জাগলগড়ি, জেলা- হুগলী

:: বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ::

এতদ্বারা অত্র সমিতির সদস্যগণকে জানানো যাইতেছে যে, **সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য আগামী ইং ৯/০২/২০২৫ তারিখ রবিবার (বাংলা ২৬ ই মাঘ ১৪৩১) ভোট গ্রহণ করা হইবে।** নির্বাচন ক্ষেত্র ও পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যার তালিকা বিজ্ঞপ্তির সহিত দেওয়া হইল। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃবঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং সমবায় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ এর নিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হইবে। নির্বাচনী নির্ঘন্ট বিজ্ঞপ্তির সহিত সংযোজিত হইল। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া ভোট দানের জন্য অনুরোধ আনানো হইতেছে।

ধন্যবাদান্তে
স্বা:/- **ইন্দ্রনীল মোহান্ত**
সমবায় পরিদর্শক, জাঙ্গিপাড়া ব্লক

স্থান: ভুরকুল
তারিখ: ২০/১২/২০২৪

:: পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ও ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা ::

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচক	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের নাম
১	সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ভুক্ত সদস্য ও সদস্যাগণ	সাধারণ – ৯ জন, মহিলা সংরক্ষিত- ২ জন, তফসিলি জাতি/ তফসিলি উপজাতি সংরক্ষিত-১ জন	ভুরকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিশেষ দ্রষ্টব্য : -
১। নির্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এবং নিয়মাবলী ২০১১ মোতাবেক যোগ্যতাবলী থাকিতে হইবে।
২।প্রার্থী প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থক এর নাম ভোটার তালিকায় থাকিতে হইবে।
৩। ভোটার কে তাহার পরিচয় প্রমাণ করিবার জন্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত প্রমাণপত্র ভোটদানের জন্য প্রয়োজনে দেখাইতে হইবে। সমিতির কিষান ক্রেডিট কার্ড (ছবিযুক্ত) গ্র্যাহ্য।
৪। ভোটারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট সরঞ্জাম দিয়াই ভোট পত্রে ভোট দিতে হইবে।
৫। প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র গ্রহণ, জমা দেওয়া, পরীক্ষা ইত্যাদি প্রার্থী কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নির্বাচনী এজেন্ট করিতে পারিবেন। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগের নির্দিষ্ট ফর্ম সমিতি হইতে পাওয়া যাইবে।
৬। কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন, পঃবঃ এর নিয়ম ইলেকশন এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৭। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।
৮। ভোটার সর্বাধিক তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি সংখ্যার সমান ভোট দিতে পারবেন।
** খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ **-২৬/১২/২০২৪ সময় সকাল ১১ টায়**
** খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের স্থান- (ক) সমিতির কার্যালয় (খ) হুগলী ডি.সি.সি.বি. ব্যাঙ্ক লিঃ (গ) রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েত (ঘ) ব্লক অফিস ।
** আপত্তি নথিভূক্ত করার তারিখ, স্থান, সময় **২৭/১২/২০২৪ হইতে ০৭/০১/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত, প্রতিদিন দুপুর ৩ টা হইতে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত** সমিতির কার্যালয়ে তথ্য প্রমানাদিসহ লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করা হবে।
** **০৮/০১/২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টায়** সমিতির কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগের শুনানী হবে।

ক্রঃ সঃ	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	১১/০১/২০২৫	বৈকাল ৪ টা	সমিতির অফিস গৃহ
২	পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র বিলি	১৩/০১/২০২৫ হইতে ১৪/০১/২০২৫	বেলা ১২ টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ
৩	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা	১৩/০১/২০২৫ হইতে ১৪/০১/২০২৫	বেলা ১২ টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ
৪	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	১৬/০১/২০২৫	দুপুর ২ টা হইতে	সমিতির অফিস গৃহ
৫	বৈধ মনোনয়ন পাত্রের তালিকা প্রকাশ	১৬/০১/২০২৫	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর	সমিতির অফিস গৃহ
৬	মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	১৭/০১/২০২৫	দুপুর ৩ টার পূর্বে	সমিতির অফিস গৃহ
৭	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৭/০১/২০২৫	দুপুর ৩ টার পরে	সমিতির অফিস গৃহ
৮	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের তারিখ	০৯/০২/২০২৫	বেলা ১২ টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
৯	ভোট গণনা	০৯/০২/২০২৫	নির্বাচনের অব্যাহতি পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
১০	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের ফল প্রকাশ	০৯/০২/২০২৫	ভোট গণনার অব্যাহতি পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে

স্বাক্ষর — ইন্দ্রনীল মোহান্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, ভুরকুল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
স্বাক্ষর — স্বপন পাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, ভুরকুল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

আবাসের টাকা ঢুকতেই তৃণমূল নেতার তোলাবাজির অভিযোগ আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবাস যোজনার টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ভয় দেখিয়ে তোলাবাজি শুরু করে দিল স্থানীয় এক দাপুটে তৃণমূল নেতা। এমনই অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের আরান্ডি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আরাকুল গ্রামের। আর এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন বহু উপভোক্তারা। যদিও পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নেমে পড়েছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। জানা গিয়েছে, আরান্ডি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আরাকুল গ্রামে আবাস যোজনায় এবার ১৬ জনের মতো উপভোক্তা বাড়ি পেয়েছেন। অভিযোগ, বাড়ির টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকা মাত্রই স্থানীয় তৃণমূল নেতারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদের টাকা দিতে চাপ দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই চাপে পড়ে

অনেকে টাকা দিয়েও দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন বেশ কয়েক জন উপভোক্তা। এই অঞ্চলের দোর্দন্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান সোহরাব হোসেনের ইন্ধনে তার ভাইপো আরাফাত ও তার দলবল বাড়ি বাড়ি গিয়ে রীতিমতো হুমকি দিয়ে টাকা দিতে বাধ্য করছেন বলে দাবি আবাসের বাড়ি প্রাপকদের। পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক যে এর প্রতিবাদ করলে খুনও হয়ে যেতে পারে বলে দাবি তুলেছেন খোদ ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী শেখ আব্বাসউদ্দিনও। তার আরোও দাবি, সব জানার পরেও নির্বিকার আরামবাগ পুলিশ প্রশাসন। এরই সুযোগে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আরাফাত ও তার দলবল। এই পরিস্থিতিতে প্রাণভয়ে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীকে টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন বাড়ির প্রাপকরা। এলাকার বাসিন্দারা একযোগে অভিযোগ করেন, আমাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে। আমাদের ভয় দেখিয়ে, বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিয়েছেন ওই আরাফত। আমরাও তো দলটা করি। আমরা গরিব। অথচ টাকা দিতে বাধ্য করিয়েছেন তিনি। না দিলে রক্ষা নেই। তাই কি করব। ভয়ে দিয়েই দিয়েছি। অভিযোগ আর কাকে করব। পুলিশকে জানাতে যেতে পারব না। এখান থেকে বেরোনোই যাবে না। এদিকে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এলাকায় ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন আরান্ডি ১ পঞ্চায়েতের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ইকবাল হোসেন। উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের টাকা না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন তিনি। তিনি বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল জড়িত নয়। ওরা সমাজের আবর্জনা।

যদিও তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শেখ আরাফাত। তার দাবি, এরকম ঘটনা ঘটলে প্রশাসন তার ব্যবস্থা নিক। রাজ্যজুড়ে পুলিশ শাসকদলের দলদাস, আরামবাগেও তার ব্যতিক্রম নয়। আর তাই পুলিশ সব জেনেও নির্বিকার বলে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। পুলিশের উদাসীনতা, রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির মধ্যে পড়ে অসহায় গরিব মানুষ। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি। ওরা অভিযোগ করেনি। তবু আমি দেখছি খোঁজ নিয়ে।

তৃণমূলে ফ্লেক্স ও ব্যানার পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে উত্তেজনা মঙ্গলকোটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্লেক্স পোড়ানোর ঘটনা ঘিরে মঙ্গলবার উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মঙ্গলকোটে। ক্ষিপ্ত তৃণমূল কর্মীরা দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে কৈচর পুলিশ ফাঁড়ির সামনে অবরোধ করেন বর্ধমান কাটোয়া রাজ্য সড়ক। অবরোধের সময় পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল কর্মীরা। এমনকী পুলিশ কর্মীদের উদ্দেশ্যে হুমকি দিতে দেখা যায় ক্ষীরগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মাসুদুর রহমান ওরফে মুকুলকে। তাঁকে বলতে শোনা যায়, দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। একটা পর্যন্ত সময় থাকল। না হলে আপনাদেরকেও হাতে চুড়ি পরিয়ে দেব।'

জানা গিয়েছে, মঙ্গলকোটে বিগত কয়েকমাস ধরেই শাসকদলের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত চলে আসছে। দুই পক্ষের মধ্যে মাঝেমধ্যেই অশান্তি বা সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এদিন উত্তেজনার সূত্রপাত মঙ্গলকোটের ক্ষীরগ্রাম অঞ্চলের কুড়ুম্বা গ্রামে বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর ফ্লেক্স, ব্যানার ইত্যাদি ছিঁড়ে দেওয়া ও পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। মঙ্গলকোটের পালিশগ্রামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে আগামী ১ জানুয়ারি বড়সড় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের সঙ্গে ওই সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পালিশগ্রামের ওই সংস্থার কর্মসূচি ঘিরে কয়েকদিন আগে থেকেই মঙ্গলকোট বিধানসভা এলাকায় প্রচার করা হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে এবং গ্রামে গ্রামে ফ্লেক্স, ব্যানার টাঙানো হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুদিন আগে ক্ষীরগ্রাম অঞ্চলের কুড়ুম্বা গ্রাম সহ একাধিক গ্রামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার রক্তদান শিবিরের ব্যানার টাঙানো হয়। অভিযোগ, ওই ব্যানার ফেস্টুন টাঙাতে গিয়ে অপূর্ব চৌধুরীর গোষ্ঠীর লোকজনদের বাধার মুখে পড়তে হয়। শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের অনুগামীদের অভিযোগ অপূর্ব চৌধুরীর লোকজন পালিশগ্রামের রক্তদান শিবিরের কর্মসূচির প্রচারের ব্যানারগুলি ছিড়ে ফেলে দেয়। এনিয়ে আগে থেকেই চাপা উত্তেজনা ছিল।

অভিযোগ সোমবার রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের ওই ব্যানার কেউ বা কারা পুড়িয়ে দেয়। মঙ্গলবার সকালে তা জানাজানির পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ক্ষীরগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মাসুদুর রহমান ওরফে মুকুলের নেতৃত্বে কুড়ুম্বা গ্রামে তা নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল হয়। মিছিলের পর বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী সমর্থক কৈচর পুলিশ ফাঁড়ির সামনে এসে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরীও পুলিশের কাছে দাবি করেন অবিলম্বে দলীয় ব্যানার পোড়ানোর ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে হবে। পুলিশ ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভের পাশাপাশি তৃণমূল কর্মীরা বর্ধমান কাটোয়া রাজ্যসড়ক অবরোধ শুরু করেন। আটকে যায় বেশকিছু যানবাহন। শুধুমাত্র অ্যাম্বুল্যান্সগুলি ছাড়া হয়। আর পুলিশ অবরোধ তোলার চেষ্টা করতেই দেখা যায় তৃণমূল নেতা মাসুদুর রহমান রীতিমতো পুলিশকে হুমকি দিচ্ছেন। যদিও কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী এসে দলীয় কর্মীদের সরিয়ে নিয়ে যান।

বিধানসভায় সন্তানের জন্মের খরচ ৬ লক্ষ টাকা, বিতর্ক

পাশে দাঁড়ালেন কল্যাণ ও কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিধানসভায় সন্তানের জন্মের খরচ হিসেবে ৬ লক্ষ টাকার বিল জমা দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। অভিনেতা-রাজনীতিককে নিয়ে এমনিতেই চর্চা আর বিতর্কের শেষ নেই। তার মধ্যে আবার ৬ লাখি বিল। সেই বিল জমা পড়ার আগে থেকেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে, সন্তানের জন্মের খরচ এত টাকা? আর সেই টাকা মেটাবে সরকার?

কাঞ্চন অবশ্য আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে বিধায়ক হিসেবে যে সুবিধা পাওয়া যায়, তার আওতাতেই পড়ে এটি। সন্তান জন্মের খরচের টাকা পান তাঁরা। সেই অনুযায়ীই বিল দিয়েছেন। এবার একে একে তৃণমূল নেতারা দাঁড়াচ্ছেন কাঞ্চনের পাশে। যে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল সাংসদ) ভোট প্রচার চলাকালীন নিজের গাড়ি থেকে কাঞ্চনকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, সেই কল্যাণও এই ক্ষেত্রে কাঞ্চনের কোনও দোষ দেখছেন না।

কল্যাণ বলছেন, আসলে সব দোষ ডাক্তারদের। কাঞ্চন কোনও অন্যায় করেননি। বুধবার সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে সাংসদ কল্যাণ বলেন, 'এব্যাপারে আমি কাঞ্চনের কোনও অন্যায় দেখছি না। নার্সিংহোম বিল করেছে। এতে কাঞ্চনের দোষ কোথায়? ডাক্তাররা আন্দোলন করছেন করুন, কিন্তু এত বিল করছেন কেন। এই প্রশ্ন তো তুলতেই হবে।'

শুধু কল্যাণ নন, একই যুক্তি কুণাল ঘোষেরও। তৃণমূল নেতা বলছেন, বিল নিয়ে অযথা আলোচনা না করে চিকিৎসকদের নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'কাঞ্চনকে সমালোচনায় বিদ্ধ করা অনুচিত। কেন মেডিক্যাল বিল এত বেশি হবে, তা নিয়ে আলোচনা হওয়াটা জরুরি।'

উল্লেখ্য, দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে কয়েক মাস আগেই কন্যা সন্তানের জন্ম দেন কাঞ্চনের স্ত্রী শ্রীময়ী। তারই খরচ ৬ লক্ষ টাকা। জানা গিয়েছে, ছ'লক্ষের মধ্যে চিকিৎসক নিয়েছেন চার লক্ষ টাকা। আর বাকি খরচ হয়েছে ২ লক্ষ টাকা।

বড়দিন উপলক্ষে গির্জায় বিশেষ শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বড়দিন উপলক্ষে গির্জাগুলোতে গিয়ে বিশেষ শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান পুলিশের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে বিভিন্ন থানার তরফে এলাকার গির্জাগুলিতে গিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা, মিষ্টির প্যাকেট ও উপহার তুলে দেওয়া হয়। জেলার পতিরাম, হরিরামপুর সহ বিভিন্ন থানার আইসি ও ওসিরা সংশ্লিষ্ট এলাকার গির্জায় গিয়ে ফাদারের হাতে উপহারগুলি তুলে দেন। উল্লেখ্য, খ্রিস্টান, ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব 'শুভ বড়দিন'। এই ২৫ ডিসেম্বর তারিখটিকে যীশুর জন্মতারিখ ধরা হয়। উপহার প্রদান, সংগীত,কার্ড বিনিময়, গির্জায় ধর্ম উপাসনা, ভোজ, এবং খ্রিস্টমাস বৃক্ষ, আলোকসজ্জা, মালা, যীশুর জন্মদৃশ্য, এবং হলি সমন্বিত এক বিশেষ ধরনের সাজসজ্জার প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে অতি আনন্দের সঙ্গে এই দিনটি পালন করা হয় বিভিন্ন গির্জায়।

বড়দিনে শিশুদের মুখে হাসি ফোটাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: বড়দিনে শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে সান্তাক্লজের ভূমিকায় পুলিশ। বুধবার ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শতাধিক শিশুর হাতে কেক, চকলেট ও উপহার তুলে দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে। প্রত্যেক শিশুর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয় সান্তাক্লজের টুপি। অন্যদিকে ডায়মন্ড হাবড়ার স্টেশন বাজার সংলগ্ন ট্রাফিক গার্ডের চেকিং পয়েন্টের সামনে থেকেও পথচলতি শিশুদের হাতে কেক ও উপহার তুলে দেন পুলিশ আধিকারিকরা। উৎসব মুখর বড়দিনকে ছোট শিশুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের পাশাপাশি এগিয়ে আসেন

ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি অমরজিৎ বিশ্বাস, ইনস্পেক্টর রবীন্দ্রনাথ রায়, ট্রাফিক ওসি লালন সিং প্রমুখ। এই বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে বলেন, 'বিভিন্ন ভাবে মানুষ বড়দিন পালন করছেন। কিন্তু যেসব শিশুরা উৎসব থেকে দূরে, তাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছে পুলিশ পরিবার। শিশুদেরকে সামান্য উপহার তুলে দিতে পেরেছি। এতেই আমাদের বড়দিন পালন স্বার্থক বলে মনে করছি।'

অশোকনগর মিলেনিয়াম পার্কে বড়দিন উপলক্ষে বড়দের সঙ্গে কচিকাঁচাদের বোটিং।

বড়দিনে খড়গপুরে আইনি সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বড়দিন উপলক্ষে বুধবার জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষের মধ্যে বাল্যবিবাহ সহ অন্যান্য সামাজিক আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। খড়গপুর গ্রামীণ বিধানসভা এলাকার বড়খাগড়া গ্রামে আয়োজিত শিবির থেকে প্রায় দেড়শো জন দুঃস্থ ও বয়স্কদের কম্বল দান করে, শিবিরের উদ্যোক্তা শালবীথি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। এদিনের শিবিরে শিশুর অধিকার ও

সুরক্ষা সহ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ এবং বয়স্কদের আইন বিষয়ক আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কার্যপ্রণালী, বিনা ব্যয়ে আইনি পরিষেবা কিভাবে পাওয়া যায়, শিশুশ্রম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব বিচারক সাহিদ পারভেজ। গ্রামবাসীদের জন্য সরকারি পরিষেবা কি কি আছে এবং সেগুলি উপলব্ধ করতে কি পদ্ধতি রয়েছে তা উল্লেখ করেন খড়গপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন দাস। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী মঙ্গল মান্ডি, পঞ্চায়েত প্রধান শিল্পী মাহাতো ও সুমিত্রা মিদ্দা। ব্লকের বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক অজিত গাঙ্গুলী বিপর্যয় সংক্রান্ত আইন ও পরিষেবা বিষয়ক বর্ণনা করেন।

বাইক দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মোটর বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। মৃতদের নাম তাপস বাউড়ি (২৭), বাড়ি রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের পাবড়া গ্রামে, অপরজন প্রসেনজিৎ মল্লিক (২৯)। তার বাড়ি নিতুড়িয়া থানার নাড়াগোড়িয়া গ্রামে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে রঘুনাথপুরের ডিভিসির তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র যাওয়ার রাস্তায় নতুনডি গ্রামের অদূরে।

জানা যায়, এদিন বড়দিনে পিকনিক করার জন্য পিকনিকের জিনিস পত্র কিনতে মোটর বাইকে করে দুই যুবক রঘুনাথপুর আসছিল। ওই সময় পথে নতুনডি গ্রামের অদূরে একটি কালর্ভাটে তাদের মোটর বাইকটি পড়ে যায়। খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ দু'জনকেই উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের ডাক্তারেরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ দেহ দুটি হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

পুরুলিয়াতে বাঘের আতঙ্ক উপেক্ষা করেই বড়দিনের ছুটিতে পুরুলিয়ার পাহাড়ে রেকর্ড ভিড়

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

গত বেশ কয়েক বছর থেকেও এবছর বাঘের আতঙ্ককে উপেক্ষা করেই বড়দিনের ছুটিতে পুরুলিয়ার পাহাড়ে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল ২৫ ডিসেম্বর বুধবার। এদিন বনভোজনে আসা মানুষের ভিড় উপচে পড়ল পুরুলিয়ার অযোধ্যা, জয়চন্ডী ও গড়পঞ্চকোট পাহাড়ে। অতীতে, বিশেষ করে বিগত কয়েক বছরের রেকর্ড ছাপিয়ে এবার পর্যটকদের ব্যাপক ভিড় হল রাজ্যের অন্যতম বৃহত্তম পর্যটনকেন্দ্র পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে। সকাল থেকেই জেলার এই তিন স্থানেই যেন তিলধারণের জায়গা ছিল না। বেলা যত বেড়েছে ততই ভিড়ও বেড়েছে। তবে অযোধ্যা পাহাড় ও জয়চন্ডী পাহাড়ের ভিড় এদিন অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর বুধবার এই রেকর্ড সংখ্যক ভিড় দেখে এবারে পর্যটন মরশুমের পরবর্তী দিনগুলির কথা ভেবে আশায় বুক বাঁধছেন অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে হোটেল মালিকরা। বাঘের আতঙ্ক থাবা ফেলতে পারল না পুরুলিয়ার পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে। মুখে হাসি ফুটেছে আদিবাসীদের। কারণ তাদের নাচ দেখে পর্যটকরা যে অর্থ দান করে এদিন তা বিগত বছরগুলি থেকে অনেক বেশি। এদিকে জেলায় তাপমাত্রা এদিন ছিল স্বাভাবিক। যার ফলে কনকনে শীত না থাকায় এবার বহিরাগত পর্যটকদের ভিড় ছিল বেশি। শীত পড়তেই

ভ্রমণ পিপাসুদের মনে উঁকি দিতে থাকে পিকনিকের কথা। আর সেই দিনটিকে কাজে লাগিয়ে এদিন অযোধ্যা পাহাড়ের মুরগুমা জলাধার, পাহাড়ের পাদদেশের খয়রাবেড়া গ্রাম, এই পাহাড়ের সাইটসিয়িং এলাকা, ব্রাহ্মণী ও টুরগা ফলসে পিকনিক পার্টির ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অযোধ্যা পাহাড়ের পিকনিক স্পটগুলি ছাড়াও এদিন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের অদূরে অবস্থিত জয়চন্ডী পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় ছিল যথেষ্ট। রূপসী বাংলার পুরুলিয়ার জয়চন্ডী পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার, পিকনিক করতে যাওয়ার বা পাহাড়ে ট্রেকিং করার আদর্শ জায়গা পুরুলিয়ার জয়চন্ডী পাহাড়। তাই তাকে কাজে লাগিয়ে ২৫ ডিসেম্বর জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের ঠিক দু'দিন আগে বুধবার বড়দিনের ছুটিতে জয়চন্ডী পাহাড়ে রেকর্ড পরিমাণে পিকনিক দলের ভিড় লক্ষ্য করা গেল। এদিন জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সান্টার সাজে সজ্জিত কর্মীরা খুদেদের হাতে চকলেটও দেন। যা পেয়ে এদিন খুশির অন্ত ছিল না কচিকাঁচাদের। এদিন জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন উৎসব কমিটির সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌমেন বেলথরিয়া, উৎসব কমিটির সম্পাদক তথা রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউড়ি, রঘুনাথপুর থানার আইসি অর্ঘ্য মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

রঘুনাথপুর জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের সম্পাদক তথা রঘুনাথপুর পুরসভার পুরপ্রধান তরণী বাউড়ি জানান, বহু প্রাচীন জয়চন্ডী পাহাড়ে রক ক্লাইম্বিং হয় বারবার। এই পাহাড়ের সৌন্দর্যকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে প্রতিবছর ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি 'জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব' পালন করা হয়। এবারও তার অন্যথা হবে না। তবে এবছর মেলার সময়সীমা ১ দিনে বেড়ে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত করা হয়েছে।

তরণীবাবুর বক্তব্য, ইতিমধ্যে খুব অল্প সময়ে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের জয়চন্ডী পাহাড় স্থান করে নিয়েছে পর্যটন মানচিত্রে। যার ফলেই ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে এই পাহাড়ে উপচে পড়েছে পর্যটকদের ও পিকনিক দলের ভিড়। অন্যদিকে রাজ্যের বর্তমান সরকার পর্যটন মানচিত্রে এই পুরুলিয়ার জয়চন্ডী পাহাড়কে একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে এই পাহাড়ের পাদদেশে যুবআবাস, কটেজ ইত্যাদি গড়ে তুলেছে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

সবুজের সমারোহে জমজমাট বনভোজন গোঘাটের মান্দারনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার অন্যতম পযটন কেন্দ্র হল মান্দারন। আমোদর নদীর তীরে কয়েক কিলোমিটার জুড়ে এই পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

কয়েক একক জমি ওপর গড়ে উঠেছে এই বনভূমি। প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও গোঘাটের মান্দারন পর্যটন কেন্দ্রে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষ্যে অসংখ্য পর্যটকের ভিড় হয়। তারা বনভোজনে মেতে ওঠেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই এই বছর বনভোজন সম্পন্ন হয়। হুগলি জেলার মধ্যে অন্যতম সরকারি পার্ক হল মান্দারন। এই বছর এই পার্কে বনভোজন করার জন্য বেশ কয়েকটি নিয়ম কানুন বলবৎ করে মান্দারন পার্ক কর্তৃপক্ষ। পার্কে ডিজে বক্স বাজানো নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়। ভ্রমণপিপাসু মানুষ এদিন সবুজের টানে এদিন মান্দারনে আসেন। চারিদিকে শুধু গাছ আর গাছ। নিস্তব্ধতা যেন এলাকা জুড়ে রয়েছে। তবে ২৫ ডিসেম্বর একটু

আলাদা। বনভোজনের জন্য প্রতি বছরই বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য মানুষ মান্দারনে আসেন। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ রায় জানান, অন্যান্য বছর ২৫ ডিসেম্বর ভোর থেকেই পার্কে লোকজন চলে আসে। বসে যায় বনভোজনের আসর। এই বছরও সেই দৃশ্য দেখা যায়। আঞ্চলিক ইতিহাসবিদদের মতে প্রায় ৯০০ খি স্টাব্দে শুর বংশের সামন্ত রাজারা মান্দারন গড় তৈরি করেন। সুনিদিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক চারিদিকে পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল গড়টি। যাতে করে বাইরের শত্রু সহজে গড়ে প্রবেশ করতে না পারে। কয়েকশো জমির ওপর তৈরি করা হয়েছিল এই গড়টি। চারদিকে জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। এই বিষয়ে হুগলি জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস বিদ দেবাশিশ শেট জানান, চোল আমল থেকেই শুর বংশের পতন শুরু হয়। পরবর্তী কালে ইসমাইল গাজী এই মান্দারন গড় দখল করেন। কথিত আছে, তিনি নাকি ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাকে ওই গড়েই সমাধিস্থ করা হয়। আর সেখানেই গড়ে ওঠে জাগ্রত আস্তানা। সবমিলিয়ে শান্ত পরিবেশে সবুজের দেশে পিকনিক করতে পেরে খুবই খুশি বনভোজনে আসা পর্যটকেরা।

হাসপাতাল থেকে ফিরে শতরান, একটা বোতলও তোলার ক্ষমতা ছিল না ম্যাচের সেরা হরলীনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ ভাবেও ফিরে আসা যায়! ওয়েস্ট ইন্ডিজরে বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে শতরান করেছেন হরলীন দেওল। ম্যাচের সেরা হয়েছেন তিনি। অথচ কয়েক মাস আগে একটি বোতলও তুলতে পারতেন না ভারতীয় ব্যাটার। বেশ কিছু দিন শুয়ে থাকতে হয়েছে হাসপাতালের বিছানায়। সেখান থেকে ফিরেছেন ডানহাতি ব্যাটার। ভাল খেলার জন্য চোটকেই ধন্যবাদ দিচ্ছেন তিনি।

চলতি বছর মার্চ মাসে মহিলাদের আইপিএল খেলার সময় হাঁটুতে চোট লেগেছিল হরলীনের। অস্ত্রোপচার হয়েছিল তাঁর। বেশ কিছু দিন ক্রিকেটের বাইরে থাকতে হয়েছিল। তার পরে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব করে আবার দলে ফিরেছেন হরলীন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এক দিনের সিরিজে ২৩.৩৩ গড়ে করেছিলেন ৭০ রান।

ধীরে ধীরে ব্যাটিং অর্ডারে তিন নম্বর জায়গা নিজের নামে করছেন হরলীন। মঙ্গলবার ৬২ বলে অর্ধশতরান করেছেন হরলীন। শতরান করেছেন ৯৯ বলে। এক দিনের ক্রিকেটে এটি তাঁর প্রথম শতরান। তাঁর ব্যাটে ভর করে প্রথমে ব্যাট করে ৩৫৮ রান করেছে ভারত। সহজে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন হরলীন। তার পরেই চোটের সময়ের কথা বলেছেন তিনি।

অস্ত্রোপচার হওয়ার পর দীর্ঘ দিন হাঁটাচলা করতে পারেননি হরলীন। সেই সময় মাকে পাশে পেয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় ব্যাটার বলেন, আমি যখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তখন আমার মা আমার পাশে থেকেছে। মা কোনও কিছুতে বিরক্ত হয়নি। আমি হাঁটতে পারতাম না। মেঝে থেকে একটা বোতলও তুলতে পারতাম না। মা আমার সব কাজ করে দিত।

সেই সময় যে যন্ত্রণা তিনি পেয়েছেন তা তাঁকে মানসিক ভাবে আরও শক্তিশালী করেছে বলে জানিয়েছেন হরলীন। তিনি বলেন, যখন রিহ্যাবে ছিলাম, তখন মানসিক ভাবে আরও শক্তিশালী হয়েছি। একটার পর একটা চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করেছি। তখন একটা করে লক্ষ্য স্থির করতাম। এক দিনে সেই লক্ষ্য পূর্ণ করতাম। এ ভাবে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়েছি।

হরলীনকে সেই সময় কাছ থেকে দেখেছেন তাঁর সতীর্থ জেমাইমা রড্রিগেজ। ঘটনাচক্রে মঙ্গলবার হরলীন যখন শতরান করেন তখন অপর প্রান্তে ছিলেন জেমাইমা। তিনি বলেন, হরলীনকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। ও শুয়ে শুয়ে কেঁদেই যাচ্ছিল। আমি ওর খুব ভাল বন্ধু। ওকে ও ভাবে দেখতে পারিনি। এই ম্যাচে ওর শতরান অপর প্রান্ত থেকে দেখেছি। আমিও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।

চলতি সিরিজে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি রান করেছেন হরলীন। দু'টি ম্যাচে ৭৯.৫০ গড় ও ১০৩.৯২ স্ট্রাইক রেটে ১৫৯ রান করেছেন তিনি। শুক্রবার তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ। সেখানেও একই ফর্ম ধরে রাখতে চাইবেন এই ডানহাতি ব্যাটার।

ABRIDGED NIT

On behalf of **Herambagopalpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas dist. invites bids through etendering process for Est. Cost. of **Rs.187204/-** (Excl.GST & Cess). vide **NIT No. 21/623/SBMG/NIT/HGP/24, dt.- 26.12.2024.** The last Date of submission of Bids is **04.01.2025 up to 2.00 p.m.** Please visit **https://wbtenders.gov.in** and SDO/BDO/GP Office.

Sd/- Pradhan, Herambagopalpur GP.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-এইচএমসি এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ২১ (একুশ সংখ্যক) টি বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসনেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইসর সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিক তারিখ পর্যন্ত জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন(সাম্প্রতিক তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ২৪.১২.২০২৪ সন্ধে ৬ টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১৩.০১.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://wbtenders.gov.in**

১২৬ (৩)/২৪-২৫
২৬/১২/২৪

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা**
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শ্রী এন কে লাকরা, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭২১০০৪

[রুল ৬, ৮ এবং রুল ৯ সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬, ৮ এবং রুল ৯ সংস্থান অধীনে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৪.০১.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৪.০১.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৭২,৩৭,১৬,০৩৩.৫৫ টাকা (বাহাত্তর কোটি সাঁয়ত্রিশ লাখ যোলো হাজার তেত্রিশ টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা) টাকা** ০২.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৩.১২.২০২১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সিদ্ধি রিফয়েলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস "২৪এ, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ" এবং ডিরেক্টর এবং জামিনদাতাগণ **(ক) শ্রী নাওয়াল কিশোর বাঁকা** পিতা প্রয়াত বনওয়ারিলাল বাঁকা, ৮/১/৩, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭ **(খ) শ্রী নাওয়ার কিশোর মোর,** পিতা মুরলি ধারা মোর, ৮/১/৩, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭ এবং কর্পোরেট জামিনদাতাগণ **(গ) মেসার্স জয়শ্রী বালাজি ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস প্রা. লি.,** "২৪এ, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ" **(ঘ) মেসার্স সিদ্ধি বিনায়ক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.** "২৪এ, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ" **(ঙ) মেসার্স গণেশ মাল্টিপ্লেক্স প্রা. লি.** "২৪এ, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ" কাছ থেকে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
***ক)** ফ্যাক্টরি জমি অবস্থিত গ্রাম -আকবর মালাহি, থানা : সরাই, বৈশালী, পরিমাণ ৯২৫.২৫ ডেসিমেল এবং ১৪৫.৫০ ডেসিমেল , মেসার্স সিদ্ধি রিফয়েলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা লি (এসআরআইপিএল), **(স্বত্ব দখলীকৃত)**। **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ : তারিখ : ০২.০১.২০২৫, সময় : সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা।**	১৮,৩১,০০,০০০.০০ টাকা	১,৮৩,১০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
খ) স্ক্র্যাপ অবস্থিত ফ্যাক্টরি জমিতে , গ্রাম : আকবর মালাহি, থানা : সরাই, বৈশালী, বিহার। **(স্বত্ব দখলীকৃত)**। **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ তারিখ : ০২.০১.২০২৫, সময় : বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা।**	৫,০০,০০০.০০ টাকা	৫০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১০,০০০.০০	
গ) জমি এবং ভবন এরিয়া পরিমাণ ১ বিঘা, অবস্থিত খসড়া নং ৬৩/১৯ মি, গ্রাম তিকরি কালান তহশিল/সাব তহশিল : এসআর ১১এ পাঞ্জাবি বাগ, নিউ দিল্লি -১১০০৪১ রেভিনিউ এস্টেটে, রেজিস্ট্রেশন নং ৪৮২৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৪৯৫, পৃষ্ঠা ৮২ থেকে ৮৭, রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার , এসআর ১১এ,পাঞ্জাবি বাগ,নিউ দিল্লি-১১০০৪১, সার্টিফিকেট নং আইএন -ডিএল০৩২২৭৬৮১৭৩১৯৭৫১, ইস্যু তারিখ ১৫.০৬.২০০৯। সম্পত্তি মেসার্স গণেশ মাল্টিপ্লেক্স প্রা লি এর নামে। **(স্বত্ব দখলীকৃত)**। **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ তারিখ : ০২.০১.২০২৫, সময় : বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**	৩,০২,০০,০০০.০০ টাকা	৩০,২০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৪.০১.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৬,৯২,১১,৯৪৩.৫৯ টাকা (যোলো কোটি বিরানব্বই লাখ এগার হাজার নশো তেতাল্লিশ টাকা এবং উনষাট পয়সা) টাকা ১৫.১২.২০১৪** অনুযায়ী এবং ১৬.১২.২০১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স জয়শ্রী বালাজি ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস প্রা. লি.,** রেজিস্টার্ড অফিস "২৪এ, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ" এবং এর ডিরেক্টর এবং জামিনদাতাগণ **(ক) শ্রী নাওয়াল কিশোর বাঁকা** পিতা প্রয়াত বনওয়ারিলাল বাঁকা, ৮/১/৩, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭ **(খ) শ্রী নাওয়ার কিশোর মোর,** পিতা মুরলি ধারা মোর, ৮/১/৩, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭ এবং কর্পোরেট জামিনদাতাগণ **(গ) মেসার্স সিদ্ধি রিফয়েলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.,** "২৪এ, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ" **(ঘ) মেসার্স সিদ্ধি বিনায়ক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.** "২৪এ, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ" **(ঙ) মেসার্স গণেশ মাল্টিপ্লেক্স প্রা. লি.** "২৪এ, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ" কাছ থেকে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
***ক)** ফ্যাক্টরি জমি অবস্থিত গ্রাম -আকবর মালাহি, থানা : সরাই, বৈশালী, পরিমাণ ৬৪১২৯.০৩ বর্গফুট মেসার্স জয়শ্রী বালাজি ফ্যাটস এবং অয়েলস প্রা লি, **(স্বত্ব দখলীকৃত)**। **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ : তারিখ : ০২.০১.২০২৫, সময় : সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা।**	২,৮২,০০,০০০.০০ টাকা	২৮,২০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
খ) অফিস স্পেস পরিমাণ ১৯৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক মধ্য/ পশ্চিম ব্লকে তিনতলায়, স্পেস নং -৬, বহুতল ভবনে অবস্থিত পারিজাত ভবন, ২৪এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা : ১৭, মেসার্স জয়শ্রী বালাজি ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস প্রা লি এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**। **সম্পত্তির পর্যবেক্ষণ তারিখ : ০২.০১.২২৫, সময় : বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**	২৬,০০,০০০.০০ টাকা	২,৬০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
গ) গুদাম পরিমাণ ৩৯২২ বর্গফুট , হোল্ডিং নং ৩৮/৩৯, জয় বিবি রোড, ঘুষুড়ি, হাওড় পৌর নিগমের ওয়ার্ড নং ১ অধীন, থানা : মালিপাঁচঘড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, মেসার্স জয়শ্রী বালাজি ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস প্রা লি এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ ; দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ ; পূর্বে : গুদাম নং ৩৮/৩৯/২০ এবং ৩৮-৩৯/১৫, ; পশ্চিমে : গুদাম নং ৩৮-৩৯/১১ **(প্রতীকী দখলীকৃত)** **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ তারিখ : ০২.০১.২০২৫, সময় : বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**	১,১১,০০,০০০.০০ টাকা	১১,১০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
ঘ) গুদাম পরিমাণ ৮৫৫ বর্গফুট , হোল্ডিং নং ৩৮ এবং ৩৯এফ, জয় বিবি রোড, ঘুষুড়ি, হাওড়া পৌর নিগমের ওয়ার্ড নং ১ অধীন, থানা : মালিপাঁচঘড়া,, গুদাম নং এফ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, মেসার্স জয়শ্রী বালাজি ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস প্রা লি এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : গুদাম নং ৩৮-৩৯/২, দক্ষিণে : সাধারণ চলারপথ ; পূর্বে : গুদাম নং ৩৮-৩৯/পি, ; পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**। **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০২.০১.২০২৫, সময় : বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**	২২,০০,০০০.০০ টাকা	২,২০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
ঙ) অফিস স্পেস পরিমাণ ১৬৫১ বর্গফুট, সম্পত্তি নং ৫৫৮০ (সমুদয় ২য় এবং ৩য় তল) তিনতলা ভবনে, শ্রদ্ধানন্দ মার্গ, লাহোরি গেট, দিল্লি : ১১০০০৬, মেসার্স গণেশ মাল্টিপ্লেক্স প্রা লি এর নামে। **(স্বত্ব দখলীকৃত)** **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ তারিখ : ০২.০১.২০২৫, সময় : বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**	২,৬৭,০০,০০০.০০ টাকা	২৬,৭০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

*দ্রষ্টব্য : ক্রম নং ১(এ) এবং ক্রম নং ২(এ) ফ্যাক্টরি জমি উভয় একত্রে বিক্রি করা হবে, সংলগ্ন হওয়ায়। সংরক্ষিত মূল্য (১৮,৩১,০০,০০০.০০-২,৮২,০০,০০০.০০ টাকা) ২১,১৩,০০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা (ইএমডি) ২,১১,৩০,০০০.০০ টাকা এবং ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ২,০০,০০০.০০ টাকা।

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ২৬.১২.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ভুয়ো মামলায় অতিশিকে গ্রেপ্তারের আশঙ্কা কেজরির

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর: ভুয়ো মামলায় ফাঁসিয়ে দিল্লির ভোটের আগেই মুখ্যমন্ত্রী অতিশিকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আপের জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

দিল্লি সরকারের মহিলা সম্মান এবং সঞ্জীবনী যোজনা নিয়ে অসন্তুষ্ট উপরাজ্যপাল ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন তুলেছেন। এরপরই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল অভিযোগ করেন, বিজেপি গত ১০ বছর ধরে দিল্লির বাসিন্দাদের অসুবিধায় ফেলতে ষড়যন্ত্র করেছে। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'তারা (বিজেপি) লেফটেন্যান্ট গভর্নরের মাধ্যমে দিল্লি সরকারের কাজ বন্ধ করতে থাকে। কিন্তু দিল্লি সরকার কাজ করতে থাকে। যখন এই সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়, তখন তারা শীর্ষস্থানীয় আপ নেতা ও মন্ত্রীদের জেলে পাঠাতে শুরু করে। কাজ এখনও বন্ধ হয়নি। বিজেপি এখন দেখতে পাচ্ছে যে দিল্লিতে উন্নয়নের কাজ চলছে এবং তাদের ঐতিহাসিক পরাজয় সময়ের অপেক্ষামাত্র।'

কেজরিওয়ালের আরও অভিযোগ যে, 'দিল্লিতে বিজেপির একটি অর্ধ-সরকার রয়েছে, যার সাতজন সাংসদ এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর রয়েছেন। গত ১০ বছরে, তারা একটিও রাস্তা, হাসপাতাল, স্কুল বা কলেজ তৈরি করেনি। দিল্লির মানুষ তাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা যে কাজ দিয়েছে, তারা তাতেও ব্যর্থ। তারা বলতে পারে না কি কাজ তারা করেছে এবং আপনি তাদের ভোট দিলে তারা কি করবে। শুধু কেজরিওয়ালকে গালাগাল দেওয়া ছাড়া কোনও কাজ নেই। তাদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ বা কোনও এজেন্ডা নেই।'

ভোটে ফের জিততে আপ গত ১০ বছর কাজের ও আগামীর লক্ষ্য নিয়ে একটি ইতিবাচক প্রচার চালাচ্ছে। কেজরিওয়ালের কথায়, 'আমরা আমাদের কাজের কথা লোকদের বলছি, আমরা স্কুল ও হাসপাতাল উন্নত করেছি, চব্বিশ ঘণ্টা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিয়েছি, জল সরবরাহ করেছি, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাসে চড়ার ব্যবস্থা করেছি, বয়স্কদের জন্য তীর্থযাত্রা করেছি এবং তারপরে আমরা ভোট চাইছি।'

এরপরই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'মহিলা সম্মান যোজনায় প্রতিমাসে মহিলাদের জন্য ২১০০ টাকা এবং বয়স্কদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য সঞ্জীবনী যোজনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আপ। এতেই বিজেপির মাথাব্যথা বেড়েছে। এরপরই বিজেপি নেতারা ইডি, সিবিআই এবং আয়কর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশিকে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে আপের সব সিনিয়র নেতাদের, যেমন- আমি, মণীশ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিং, সৌরভ ভরদ্বাজ, সত্যেন্দ্র জৈনদের বিরক্ত করেছে। ওদের উদ্দেশ্য হল আমাদের ভোট প্রচারে বিভ্রান্ত করা।'

তাঁর দাবি, 'দিল্লি পরিবহণ বিভাগে অতিশির বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা তৈরি করা হচ্ছে এবং লক্ষ্য মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস যাত্রা বন্ধ করা। আমরা বিশ্বাস করি জনগণ এই নোংরা ষড়যন্ত্রের জবাব দেবে। এদেশের মানুষ এ ধরনের রাজনীতি সমর্থন করে না।'

১৮ মাসে ১১টি খুন-ডাকাতি, এবার গ্রেপ্তার সিরিয়াল কিলার

পঞ্জাব, ২৫ ডিসেম্বর: গত ১৮ মাসে ১১টি খুন ছাড়াও রয়েছে ডাকাতির অভিযোগ। এবার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার পঞ্জাবের 'সিরিয়াল কিলার'। মঙ্গলবার রূপনগর থানার পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম রাম স্বরূপ ওরফে সোধি। ৩৭ বছর বয়সি ওই যুবক হোশিয়ারপুর জেলার চৌরা গ্রামের বাসিন্দা। রূপনগর পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক গুলনীত সিং খুরানা জানান, গত ১৮ অগস্ট এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। তিনি স্থানীয় একটি টোল প্লাজায় চা ও জল বিক্রি করতেন। ঘটনার পরেই তদন্তে নেমেও দীর্ঘ চার মাসে ওই খুনের কিনারা হয়নি। সম্প্রতি জেলায় ঘটতে থাকা একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা দমন করতে নতুন করে তৎপর হয় পুলিশ। একটি পৃথক দলও গড়েন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এরপরেই পুরনো ওই মামলায় সন্দেহভাজন এক যুবককে সোমবার গ্রেপ্তার করার পর জেরার মুখে খুনের কথা স্বীকার করার সঙ্গেই এর আগে আরও ১০টি খুন করেছে বলে জানায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাম স্বরূপের খুনের পদ্ধতিটিও ছিল অভিনব। রাতের বেলা বেছে বেছে পুরুষদের গাড়িতে লিফ্‌ট দিয়ে তাঁরা গাড়িতে ওঠার পরেই ভয় দেখিয়ে কাছে থাকা টাকাপয়সা কিংবা মূল্যবান সামগ্রী কেড়ে নিত। সব শেষে শ্বাসরোধ করে কিংবা মাথায় ভারী ইট দিয়ে আঘাত করে খুন করত। এ ভাবে গত ১৮ মাসে পঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় মোট ১১টি খুন করেছে সে। সোমবার তাকে হোশিয়ারপুরে নিজের বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায়।

আট বছরের নাবালিকাকে খুন যুবকের

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর: ধর্ষণে বাধা পেয়ে আট বছরের নাবালিকাকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ১৯ বছরের এক যুবকের বিরুদ্ধে। দিল্লির বসন্ত বিহার এলাকায় এহেন নৃশংস ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির আর্মি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় একটি ফাঁকা বাড়ি থেকে নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আগেরদিন, অর্থাৎ সোমবার বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিল কিশোরী। তাঁর মা-বাবা সারারাত এলাকায় খোঁজ করেছিল। পুলিশ তদন্তে নেমে প্রথমেই ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ যাচাই করে। সেখানে দেখা যায়, অভিযুক্ত যুবকের সঙ্গে যাচ্ছে নাবালিকা। এরপরই তল্লাশি চালিয়ে ওই যুবককে আটক করা হয়। জেরায় যুবক জানায়, নাবালিকা তার পরিচিত। তাকে দাদা বলে ডাকত। সোমবার ওই নাবালিকাকে প্রলোভন দেখিয়ে আর্মি ক্যান্টনমেন্টের পিছনে পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে।

Government of West Bengal
Press Notice

e-Tender are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for soil conservation work. Notice issued (3 nos) from the office of (i) Dy. D. A. (Soil Cons.) KRVP, Purulia for **NIT No-02(e) /DDASC/ KRVP/ 2024- 25; Dt 23/12/2024; (ii) Asstt. D. A. (Admn) Soil Cons., Purulia for NIT No-02 (e)/ Soil Cons-Extn/2024- 25; Dt 20/12/ 2024 (iii) A**sstt. D. A. (Admn) Soil Cons., DPAP, Purulia for NIT No-02(e)/Soil Cons-**DPAP/2024-25; Dt 20/12/2024.**
For details pl visit: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- A. Acharjee
Deputy Director of Agriculture
(Soil Cons.) KRVP, Purulia

এয়ারব্যাগই প্রাণ কাড়ল এক শিশুর

মুম্বই, ২৫ ডিসেম্বর: বাবার গাড়িতে ভাইবোনদের সঙ্গে ফুচকা খেতে বেরিয়েছিল অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল বছর ছয়ের এক শিশুর। দুর্ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটির এয়ারব্যাগের চাপে মারা গিয়েছে খুদে। রবিবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ে তুতো ভাইবোনেদের সঙ্গে হর্ষ মাওজি আরেথিয়া নামে এক খুদে বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন শিশুটির বাবা। চালকের পাশের আসনে বসেছিল হর্ষ। আচমকা সামনে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ধাক্কা মারে। হর্ষদের গাড়িটিতে ধাক্কা মারে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি। পুলিশ জানিয়েছে, সংঘাতের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, গাড়িতে থাকা বেলুনের আকারের এয়ারব্যাগ দ্রুত খুলে পড়ায় ভার সামলাতে না পেরে মারা যায় খুদে।

তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তার শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাননি। তাঁদের মতে, 'পলিট্রমা শক'-এর কারণে শিশুটি মারা গিয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি পরীক্ষা করে দেখে তার বনেট থেবড়ে গিয়েছে। উইন্ডস্ক্রিনে ফাটল। ডিভাইডারে ধাক্কা মারা গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ক্রিসমাসের দিন ইউক্রেনের একাধিক শহরে মিসাইল ও ড্রোন হামলা রাশিয়ার

কিভ, ২৫ ডিসেম্বর: বারুদের পোড়া গন্ধ, বোমা-রকেটের কান ফাটানো আওয়াজের মধ্যে ক্রিসমাসের আনন্দ গায়ে মাখার উপায় নেই ইউক্রেনের। উৎসবের দিনেও নিস্তার নেই রাশিয়ার হাত থেকে। বুধবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির শহরে ভয়ংকর হামলা চালিয়েছে রুশ ফৌজ! আঘাত হানা হয়েছে একাধিক বিদ্যুৎকেন্দ্রেও। এই হামলায় বহু মৃত্যুর আশঙ্কা করছে প্রশাসন। বড়দিনেও রক্তাক্ত ইউক্রেনের একাধিক শহর। কান্নার আওয়াজে ভারী বাতাস।

সূত্রে খবর, এদিন সব মিলিয়ে প্রায় ৭০টি মিসাইল ও শতাধিক ড্রোন দিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎকেন্দ্রে কার্যত ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে রুশ ফৌজ। আক্রমণের হাত থেকে বাদ যায়নি প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির শহর ক্রিভি রিহ। সেখানেও বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিন এই হামলার কড়া নিন্দা জানিয়েছেন জেলেনস্কি। ক্ষোভ উগরে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'সময় ও তারিখ দেখে রাশিয়া বড় বড় হামলা চালায়। পুতিন ইচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণের জন্য ক্রিসমাসকে বেছে নিয়েছেন। এর চেয়ে অমানবিক আর কী হতে পারে? ব্যালিস্টিক-সহ ৭০টিরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র এবং শতাধিক ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। যার মধ্যে ৫০টিকে আমরা আকাশেই ধ্বংস করে দিয়েছি। ইউক্রেনে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার জন্য বিদ্যুৎকেন্দ্রে আঘাত হানা হয়েছে।'

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-46 of 2024-2025 Dated 23.12.2024
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং -০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৮(৬)** অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৭.০১.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**শ্রী অরূপ রায়** পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় **এবং** **শ্রীমতি রীণা রায়** স্বামী শ্রী অরূপ রায় **উভয়ের সাকিন :** ফ্ল্যাট নং ২০২,দোতলা, জি-৪ তলা 'অনিতা এনক্লেভ' ভবনে, অবস্থিত ফুলেশ্বর, পো এবং থানা : উলুবেড়িয়া, জেলা হাওড়া, ৭১১৩১৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত 'অনিতা এনক্লেভ' নামে ভবনে, **ফ্ল্যাট নং ২০২** (উত্তর -পূর্ব-পশ্চিম মুখী) দোতলায় পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৩৯ বর্গফুট ফ্ল্যাটের ঢাকা এরিয়া ৮৬৫.৮৩ বর্গফুট, ৩ বেড রুম, ১ ড্রইং রুম, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি, ২ টয়লেট, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের সুবিধা ভোগের অধিকার, ফিক্সচার, ফিটিং সহ গ্যারাজ স্পেস ব্যতীত, অবস্থিত মৌজা : ফুলেশ্বর, থানা : উলুবেড়িয়া, জেএল নং ১০৮, আরএস খতিয়ান নং ১৩০৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৪২ এবং ৪৪৪৩ (সমান অংশ ভাগ), আরএস দাগ নং ১৮০৫। এলআর দাগ নং ১৭৭২, জেলা : হাওড়া বর্তমানে উলুবেড়িয়া পুরসভা অধীন সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সমুদয় সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার উলুবেড়িয়া, জেলা : হাওড়া অধিক্ষেত্রে, **রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-০৫০৫০২৫৩০-২০১৫ সালের, শ্রী অরূপ রায় এবং শ্রীমতি রীনা রায়** এর নামে। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত)**	৩২,৭৯,০৯০.০০ টাকা **(বত্রিশ লাখ উনআশি হাজার নব্বই টাকা)** ২৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য সহ এবং ২৭.০৬.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	২৬,৩৭,০০০.০০ টাকা ২,৬৩,৭০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯৬১৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ২০.০১.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৬.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার • ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

২০২৪-এ নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী

ভারতীয় অর্থনীতি

রতন টাটা

শশীকান্ত রুইয়া

সুভাষ দান্ডেকর

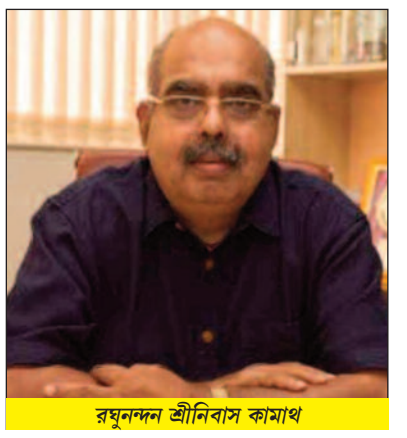

রঘুনন্দন শ্রীনিবাস কামাথ

শুভাশিস বিশ্বাস

শেষ হতে চলেছে ২০২৪। কয়েক দিন পরেই পা দেব নতুন বর্ষ ২০২৫-এ। আর এই নতুন বর্ষে শুরু হবে নতুন আশা নিয়ে পথচলা। বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'প্রতিটি সংকটেই নতুন সুযোগের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে ' তবে অর্থনীতি সংক্রান্ত নানা রিপোর্ট বলছে, ২০২৪-এ শেয়ারবাজার, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র, বিনিয়োগ বাজার, নির্মাণ শিল্প, গাড়ির বাজার, নতুন উদ্যোগ সব মিলিয়ে নানা উত্থান-পতন, চমক-বিপর্যের সম্মুখীন হয়েছে ভারত।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার আগে ভারতের বৃদ্ধির চালিকাশক্তির ক্ষেত্রে যে প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলি রয়েছে তা সম্পর্কে জানা থাকা জরুরি। এই তালিকার সবার ওপরে রয়েছে কৃষি, শিল্প, পরিষেবা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদনের মতো বিভিন্ন ইস্যু।

কৃষিঃ কৃষি ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। যদিও জিডিপিতে এর অংশ হ্রাস পেলেও এখনও ভারতীয় জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ অর্থাৎ অর্ধেক এর উপর নির্ভরশীল। কৃষি খাতের উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, সরকার লিজ্জাত পাপড়ের মতো স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এবং ই-চৌপালের মতো সমবায় কৃষি মডেলের মতো একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি, কৃষি বলতে মূলত জোর দেওয়া হচ্ছে অর্থকরী ফসলের দিকে।এর পাশাপাশি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পেরও উদ্ভব হচ্ছে।

শিল্প খাত উদারীকরণ সংস্কারের পরে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি এফডিআই সহ ব্যক্তিগত বিনিয়োগের উৎসাহের কারণে শিল্পগুলি বৃদ্ধি পেয়েছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির আরও স্বায়ত্তশাসন এবং একীকরণ। এছাড়াও বেসরকারি এবং সরকারি খাতের মধ্যে যৌথ উদ্যোগ এবং অংশীদারিত্ব শিল্পের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনছে।

পরিষেবা খাতঃ ভারতীয় অর্থনীতিতে পরিষেবার নজর কাড়া বৃদ্ধি হয়েছে। এটি জিডিপির ৬০ শতাংশ গঠন করে বলে জানাচ্ছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। আইটি পরিষেবা, অর্থ, ব্যাংকিং এবং ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া আউটসোর্সিং এর প্রধান স্তম্ভ। স্থানীয় আইটি জায়ান্ট যেমন টিসিএস, ইনফোসিস, বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ভারতীয় জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এই সেক্টরটি অসংখ্য কাজের সুযোগ তৈরি করে ভারতের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশেও অবদান রাখছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণঃ প্রচুর সম্পদের প্রাপ্যতা, বিপুল সংখ্যক ভোক্তা এবং মেক ইন ইন্ডিয়ার মতো অনুকূল নীতির কারণে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ নিঃসন্দেহে একটি লাভজনক খাত। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, বিপুল জনসংখ্যা এবং আয়ের কারণে প্যাকেজ এবং প্রাক-প্রক্রিয়াজাত খাবারের প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু ভারত খাদ্যশস্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক, তাই আমাদের এই খাতে প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।

উৎপাদন খাতঃ সেবা খাতের পর উৎপাদন খাত জিডিপিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম অবদানকারী। সরকার মেক ইন ইন্ডিয়া, সাগরমালা, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এবং ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডরের মতো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তবে ২০২৪-এ ভারতীয় অর্থনীতি, ব্যবসা, শিল্পোদ্যোগের জন্য কেমন ছিল তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সামনে এসে পড়ছে নানা ঘটনা। যার মধ্যে রয়েছে,

বিমানে বারংবার বোমার হুমকি

২০২৪ বিমান সংস্থার ব্যাপারে মোটেই ভাল খবর বহন করেনি। কারণ, দুটি এয়ারলাইন্স বন্ধ হয়ে গেছে এবং একটি এয়ারলাইন দেউলিয়া হওয়ার পথে। অন্যদিকে, বিমান যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে দৈনন্দিন অভ্যন্তরীণ বিমান যাত্রীর সংখ্যা পাঁচ লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে এদিকে তথ্য বলছে, এই বছরের ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বিমান দেশে পরিষেবা দেওয়া বিমান সংস্থাগুলি ৯৯৯ বার ভুয়ো বোমার হুমকি মেল বা উড়ো ফোন পেয়েছে এরই পাশাপাশি আমাদের সামনে এসেছে দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনাল-১-এর ছাদ ধসে পড়ার মতো দুর্ঘটনাও।

বাজারে ৯০টি কোম্পানির আইপিও

এই বছর ৯০টি কোম্পানি আইপিওর মাধ্যমে শেয়ারবাজার থেকে ১.৬ লাখ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। হুন্দাই মোটর ইন্ডিয়া, সুইগি, এনটিপিসি গ্রিন এনার্জি, বাজাজ হাউজিং ফাইন্যান্স, ওলা ইলেকট্রিক মোবিলিটির মতো অনেক কোম্পানি আইপিওর মাধ্যমে বাজার থেকে লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে

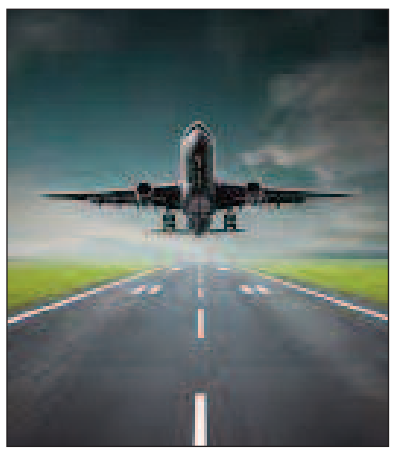

পাশাপাশি, বিনিয়োগ এবং মুনাফার সুযোগ পেয়েছেন শেয়ারকারবারি থেকে সাধারণ বিনিয়োগকারীরাও গত বছর অর্থাৎ ২০২৩-এ ৫৭টি কোম্পানি আইপিও থেকে ৪৯,৪৩৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। তারও আগে ২০২১ সালে ৬৩টি কোম্পানি আইপিও থেকে ১.২ লাখ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। অর্থাৎ, ২০২৪ সালে ২০২১ সালের সেই রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গিয়েছে

সোনা-রুপোর দামের রেকর্ড বৃদ্ধি

ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের (ডব্লিউজিসি) সর্বশেষ প্রতিবেদন জানাচ্ছে ২০২৪ সালে সোনার দাম রেকর্ড ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বছর রুপোর দাম কেজি প্রতি ১ লক্ষ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি, প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ৮০ হাজার টাকা সর্বকালীন রেকর্ড দর ছাড়িয়ে যায়। এই দর বৃদ্ধিতে ক্রেতারা সমস্যায় পড়লেও সোনা-রুপোয় যাঁরা বিনিয়োগ করেছেন, তাঁরা অনেকটাই বৃদ্ধির মুখ দেখেছেন কারণ, এই বৃদ্ধি ছিল প্রায় ১৮-২০ শতাংশ।

গাড়ির বাজারে বিক্রি বেড়েছে

এ বছর অটোমোবাইল খাতে অনেক নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। কোম্পানিগুলি অনেক নতুন গাড়ি বাজারে এনেছে। আর এগুলোর বেশ চাহিদাও রয়েছে বাজারে। একইসঙ্গে আলোচনায় রয়েছে কিছু নতুন ইলেকট্রিক গাড়িও। কিছু গাড়ির মডেলে যাত্রী নিরাপত্তায় বাড়তি গুরুত্বও দিয়েছে। অনেক বৈদ্যুতিক দুই চাকার গাড়িও বাজারে এসেছে যা বাজারে ব্যাপক চাহিদার সৃষ্টি করেছে। একটি রিপোর্ট বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে, অটোমোবাইল শিল্পে যাত্রীবাহী, বাণিজ্যিক এবং দুই-চাকার গাড়ি-সহ বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৮০ হাজার (২৩.২৮ মিলিয়ন) ইউনিট যান তৈরি করেছে।

আবাসন-নির্মাণ শিল্প ক্ষেত্র

২০২৪-এ সালে আবাসন-নির্মাণ শিল্প ক্ষেত্রে অর্থাৎ রিয়েল এস্টেট সেক্টর-এ দুর্দান্ত বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এর সুফল ২০২৫ সালেও পাওয়া যাবে নাইট ফ্রাঙ্ক ইন্ডিয়া এবং এনএআরইডিসিও-র রিপোর্ট অনুসারে, মাঝারি বাজেটের সম্পত্তি এবং বিলাসবহুল সম্পত্তির চাহিদা এ বছর ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা গিয়েছে, চলতি বছরে ১ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ বেড়েছে মেট্রো শহর থেকে দ্বিতীয় স্তরের শহরে সম্পত্তির দাম ৩০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির দিকে এগিয়েছে

ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগ এবং রিটার্ন বৃদ্ধি

এ বছরও বিনিয়োগকারীরা ইক্যুইটি মার্কেট থেকে বেশ ভালো আয় করেছেন। অনেক ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের অর্থ দিয়েছে হাত ভরে। সেক্টরাল, মিড ক্যাপ, ইএলএসএস, ফ্লেক্সি ক্যাপ, স্মল ক্যাপ, মিড এবং লার্জ ক্যাপ ফান্ডগুলি এই বছর দুর্দান্ত রিটার্ন দিয়েছে। ইকোনমিক টাইমসের খবর অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় সাতটি ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড ৫০ শতাংশেরও বেশি রিটার্ন দিয়েছে।

এ বছর ভারত যে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিদের হারিয়েছে

চলতি বছরে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগে উন্নতি ও অগ্রগতি হলেও ভারত তার কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিদের হারিয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতি রতন টাটার প্রয়াণ। যাঁর চলে যাওয়ায় ভারতীয় শিল্প ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগের অবসান ঘটেছে। টাটা গ্রুপের ৮৬ বছর বয়সী ইমেরিটাস চেয়ারম্যান বয়সজনিত স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে ৯ অক্টোবর প্রয়াত হন।

রুইয়া পরিবারের অন্যতম শিল্পপতি এবং এসার গ্রুপের চেয়ারম্যান শশীকান্ত রুইয়া দীর্ঘ অসুস্থতার পর ২৫ নভেম্বর ৮১ বছর বয়সে প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন দেশের একজন অন্যতম উদ্যোক্তা এবং শিল্পপতি শশীকান্ত রুইয়া ১৯৬৯ সালে তার ভাই রবিকান্ত রুইয়ার সঙ্গে এসারের প্রতিষ্ঠা করেন।

জনপ্রিয় স্টেশনারি ব্র্যান্ড ক্যামলিনের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ দান্ডেকর এই বছরের ১৫ জুলাই ৮৬ বছর বয়সে প্রয়াত হন। মৃত্যুর সময় তিনি কোকুয়ো ক্যামলিনের চেয়ারম্যান ইমেরিটাস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৩১ সালে সুভাষ দাণ্ডেকরের বাবা দিগম্বর দাণ্ডেকর এবং তার কাকা জিপি দাণ্ডেকর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, ক্যামলিন দাণ্ডেকর অ্যান্ড কোং নামে একটি কালি উৎপাদনের ব্যবসা শুরু করে

এরপর ১৯৪৬ সালে এটি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত হয় এবং ১৯৯৮ সালে এটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়। সুভাষ দাণ্ডেকরের নেতৃত্বে, ক্যামলিন শিল্প সামগ্রী, লেখার উপকরণ এবং অফিসের প্রয়োজনীয় সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করে এই সংস্থার ব্যবসাকে প্রসারিত করে এবং এটি ভারত জুড়ে দ্রুত জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে।

রঘুনন্দন শ্রীনিবাস কামাথ, 'ভারতের আইসক্রিম ম্যান' এবং ন্যাচারাল আইসক্রিমের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত এই উদ্যোগপতি, মে মাসে ৭৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৮৪ সালে, কামাথ মাত্র চারজন কর্মচারি এবং বারোটি স্বাদের সম্ভার নিয়ে আইসক্রিম ব্যবসায় প্রবেশ করেন। তিনি ন্যাচারাল আইসক্রিমকে একটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ডে পরিণত করেছেন যার আয় প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, এদের দেশের ১৫টি রাজ্যে এর ১৬৫টিরও বেশি আউটলেট রয়েছে।